NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর আততায়ী হামলায় উদ্বিগ্ন ভারত

সবজির কালোবাজারি রুখতে বাজারে মালদার এসডিও ৬

কলকাতা ১৮ জুলাই ২০২৪ ২ শ্রাবণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.7.2024, Vol.18, Issue No. 39 8 Pages, Price 3.00

বৈঠক চলাকালীনই মোদির স্লোগান বদলে চাপে শুভেন্দু

নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেও প্রকাশ্যে দলীয় অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশ শাসনের স্লোগান 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' বন্ধ করে দেওয়ার ডাক দিয়ে চাপের মুখে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য বিজেপির অনেকে তেমনই বলছেন। তাঁদের বক্তব্য, দলের অন্দরের সেই 'চাপ' নিজেই প্রকাশ্যে এনেছেন তিনি। কারণ, বুধবার সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে রাজ্য বিজেপির বর্ধিত কর্মসমিতির বৈঠক চলার মধ্যেই তাঁর মন্তব্যের নিজস্ব 'ব্যাখ্যা' দিয়েছেন শুভেন্দু। প্রথমে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন। পরে নিজের এক্স হ্যান্ডলেও কী কারণে ওই স্লোগান বদলের কথা তিনি বলেছেন, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ঘটনাচক্রে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা মোদি সরকারের মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সরাসরিই বলেছেন, শুভেন্দুর ওই বক্তব্য দল অনুমোদন করে না। সুকান্তের কথায়, 'বাংলায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিজেপি এগোবে।'

শুভেন্দু অবশ্য পরে দাবি করেছেন, মোদির স্লোগানে তাঁর ভরসা রয়েছে। তিনি তা বদলও করতে চাননি। সেই সঙ্গে তিনি যা বলেছেন, তা 'ভুল প্রেক্ষাপটে প্রচার' হচ্ছে বলেও দাবি শুভেন্দুর। তাঁর বক্তব্য, তাঁর ওই বক্তব্যকে 'ভুল প্রেক্ষাপটে' ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে শুভেন্দু তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেছেন।

এমনিতে বিজেপির এই দলীয় বৈঠকের বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার নয়। তবে আগে থেকেই রাজ্য বিজেপি ঠিক করেছিল রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর এবং শুভেন্দুর বক্তৃতার সরাসরি সম্প্রচার হবে। সংবাদমাধ্যমকেও ওই সময়ে কর্মসমিতির বৈঠকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। সেখানে বক্তৃতা করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' স্লোগান বন্ধ করতে হবে। সে কথা বলার পাশাপাশি বিজেপির সংগঠনে বড় রকমের পরিবর্তনের প্রস্তাবও দেন। বলেন, দলের সংখ্যালঘু মোর্চা রাখার প্রয়োজন নেই। শুভেন্দু ওই বক্তব্য পেশ করার পরেই শোরগোল পড়ে। তার পরেই তড়িঘড়ি 'ব্যাখ্যা' দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তবে তাঁর ব্যাখ্যায় শুধু মোদির স্লোগান নিয়ে তাঁর বক্তব্যের কথা রয়েছে। সংখ্যালঘু মোর্চা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে কোনও বক্তব্য জানাননি শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, তিনি শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ওই আহ্বান করেছেন। দেশের ক্ষেত্রে নয়।

গত লোকসভা ভোটে বিজেপি যে সংখ্যালঘু ভোটারদের সমর্থন পায়নি, সে কথা বলতে গিয়ে শুভেন্দু প্রকাশ্যেই গলার স্বর চড়িয়ে বলেন, 'আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম। আপনারাও বলেছেন সব কা সাথ, সব কা বিকাশ। আর বলব না।' এর পর দু'হাত জড়ো করে কিছু ক্ষণ চুপ থেকে বলেন, 'বলব, যো হমারি সাথ, হম উনকা সাথ। সব কা সাথ, সব কা বিকাশ বন্ধ করো।' বারংবার 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে বক্তৃতা শেষ করার আগে রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে হাঁটতে চাওয়ার মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, 'নো নিড অফ সংখ্যালঘু মোর্চা।' অর্থাৎ, দলে সংখ্যালঘু মোর্চা রাখার প্রয়োজন নেই। সেই সময় মঞ্চেই ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল, মঙ্গল পাণ্ডেদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরও।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের বৈঠকের মধ্যেই প্রকাশ্য কর্মসূচিতে শুভেন্দুর এমন মন্তব্য দলের 'ভাবমূর্তি নষ্ট করবে' বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করে। প্রকাশ্যে কেউ কিছু না বললেও ওই 'অস্বস্তি' কী ভাবে কাটানো যায়, তা নিয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃত্ব। এর পরেই ব্যাখ্যা দেন শুভেন্দু। প্রথমে তিনি একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'আমি যা বলেছি, তা তো স্বামী বিবেকানন্দও বলে গিয়েছেন! তিনি বলেছিলেন, নিজের ধর্ম আচরণ কর। অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও।' অর্থাৎ, দূর থেকে অন্যের ধর্ম এবং ধর্মাচরণকে শ্রদ্ধা জানাও। শুভেন্দুর কথায়, 'আমি তো সেই কথাটাই বলেছি।' তাঁর কথায়, 'আমি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছি। এর সঙ্গে ভারত সরকারের স্লোগানের কোনও সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে এনডিএ সরকারের বা প্রধানমন্ত্রীর স্লোগানকে দয়া করে মেলাবেন না।'

তার অব্যবহিত পরে এক্স হ্যান্ডলেও তাঁর বক্তৃতার ব্যাখ্যা দেন শুভেন্দু। সেখানে তিনি লেখেন, তাঁর বক্তব্য সঠিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হয়নি। শুভেন্দু লেখেন, 'আমার বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বদলে দেওয়া হয়েছে। আমি স্পষ্টই এটা বলেছি যে, যাঁরা জাতীয়তাবাদী, দেশ ও বাংলার পক্ষে দাঁড়ান, তাঁদের সঙ্গে আমাদের থাকতে হবে। যাঁরা আমাদের সঙ্গে থাকেন না, দেশ এবং রাজ্যের স্বার্থবিরোধী কাজ করেন, তাঁদের চিহ্নিত করতে হবে।' এর পরেই তৃণমূলের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু লিখেছেন, ''আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষকে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু হিসাবে ভাগ না করে ভারতীয় হিসাবে দেখব। আমি আক্ষরিক ভাবে এবং মনের থেকে প্রধানমন্ত্রীর 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, সব কা বিশ্বাস, সব কা প্রয়াস' আহ্বানকে সমর্থন করি।'

ড্যামেজ কন্ট্রোলে সুকান্ত-শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভেন্দু অধিকারীর করা মন্তব্যকে ঘিরে ইতিমধ্যেই দলের অন্দরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সাফ কথা, ব্যক্তিগত মতামত, দল সমর্থন করে না। বিজেপি সবার জন্য কাজ করে। শুভেন্দুর মন্তব্যের ব্যাখা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শমীক ভট্টাচার্যও। সবমিলিয়ে দলের অন্দরে ফের একবার প্রকট হল শুভেন্দু-সুকান্ত দ্বন্দ্ব। বিষয়টি কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল।

বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে সুকান্ত বলেন, 'এবিষয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন। এব্যাপারে আমাদের স্থান পরিষ্কার। আমরা একসাথে সকলের পাশে, সকলের জন্য আছি। বিজেপি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য আছে।' সংখ্যালঘু মোর্চা তুলে দেওয়া মন্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর মত,'অনেক নেতাই প্রস্তাব দেন। উনি ডেলিগেট হিসেবে বলেছেন। পার্টি তার নিজের লাইনে চলে। কেউ কিছু বলতেই পারে। সব প্রস্তাব গৃহীত হয় না।' সুকান্তর আরও সংযোজন, 'আমাদের পার্টিতেই আছে সংখ্যালঘু মোর্চা। বিজেপি মনে করে সংখ্যালঘু মোর্চার কর্মীরা আমাদের সম্পদ।'

একই কথা শোনা গেল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের গলাতেও। তিনি বলেন, 'বিজেপি কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে নিয়ে রাজনীতি করে না। আমাদের রাজনীতি জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নিয়ে। যারা এদেশকে অপবিত্র বলে মন্তব্য করে দেশ ছেড়ে যাননি। তাদের জন্য নরেন্দ্র মোদি আছেন, থাকবেন।' তাঁর আরও দাবি, 'শুভেন্দু অধিকারী আবেগের বশবর্তী হয়ে বলেছেন, তার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন।'

দুর্গাপুজো নিয়ে মেগা বৈঠকে বসছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আর ৯০ দিনও বাকি নেই। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বড়পুজোর খুঁটিপুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপুজো করার জন্য আগামী মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মেগা বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । থাকবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিক, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। এ ছাড়াও দমকল, কলকাতা পুরসভা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, সিইএসই-র মতো সংস্থার প্রতিনিধিরা থাকবেন। নবান্ন সূত্রে খবর, বৈঠকে দুর্গাপুজো কমিটিগুলির কর্তারা তো বটেই, সর্বধর্মের প্রতিনিধিত্বও থাকবেন। প্রতি বছর বারোয়ারি পুজো কমিটির সরকারি অনুদান থেকে শুরু করে বিদ্যুতের বিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারও আশায় পুজো উদ্যোক্তরা।

২ অক্টোবর এবছর মহালয়া। ৯ তারিখ ষষ্ঠী। দেবীপক্ষের সূচনার দিন থেকেই কলকাতার মণ্ডপগুলিতে উদ্বোধন শুরু হয়ে যায়। পুজোর দিনগুলিতে পুলিশ-প্রশাসন ও পুজো কমিটিগুলির সমন্বয় করে সুষ্ঠুভাবে উৎসব পালনের লক্ষ্যেই এই বৈঠক। রাজ্য তথা পুলিশ- প্রশাসন কমিটিগুলির কাছ থেকে কী রকম সহযোগিতা চাইছে, বৈঠকে সেই বিষয়েও আলোচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। অগাস্ট মাস থেকে নিজেদের শারদোৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে যায় কলকাতায় পুজো কমিটিগুলি। সেই কারণেই এমাসেই এই বৈঠক করে ফেলতে চাইছেন মমতা।

সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মৃত ৬ পড়ুয়া, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ক্যাম্পাস

ঢাকা, ১৭ জুলাই: অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ক্যাম্পাস খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী এবং আবাসিকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। ইতিমধ্যে সংরক্ষণ বিরোধী বিক্ষোভে ৬ পড়ুয়ার মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে ছাত্র-যুব আন্দোলনের বহর বেড়েই চলছে বাংলাদেশে। রাজধানী ঢাকা-সহ সে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মঙ্গলবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে অন্তত ছ'জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবারও অশান্তির রেশ বজায় রইল। এ বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলিগের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালালেন আন্দোলনকারীরা। কী ভাবে এই আন্দোলনকারীদের নিরস্ত করা যায়, তা নিয়ে ভাবনায় শেখ হাসিনার সরকার। আন্দোলন দমন করতে কঠোর পদক্ষেপ করতে পিছুপা হবে না সরকার, এমনই জানাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের একাধিক প্রতিনিধি। তবে প্রয়োজনে আন্দোলনকারীরা চাইলে আলোচনাতেও বসতে রাজি সরকার।

প্রসঙ্গত, ২০১৮-তেও সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশ উত্তাল হয়েছিল। বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মোট ৫৬ শতাংশ সংরক্ষিত এবং ৪৪ শতাংশ সাধারণের জন্য নির্ধারিত ছিল। সেই সংরক্ষণ বাতিলের দাবিতে সে সময়ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ। তবে তখনকার মতো আন্দোলন থামাতে সমর্থ হয়েছিল সরকার। শুরু হয় আইনি লড়াই। সাত জন মুক্তিযোদ্ধার স্বজন ২০১৮-র সংরক্ষণ বাতিলের নির্দেশনামার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে ২০২১-এ আদালতে যান। গত ৫ জুন আদালত রায় দেয়, হাসিনা সরকারের নির্দেশ অবৈধ। তার পরই আবারও আন্দোলনের পথে নামে ছাত্র এবং যুব সমাজের একাংশ। ইতিমধ্যেই হাসিনা সরকার বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করেছে। দেশে চলমান আন্দোলন এখন সরকারকে গদিচ্যুত করার আন্দোলনে পরিণত হয়েছে বলে মত শাসক আওয়ামি লিগের। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনে উস্কানি দিচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। সেই কারণে আন্দোলন প্রশমিত করতে নরম হওয়ার কোনও জায়গা নেই সরকারে। কঠোর হাতে আন্দোলন রোখার কাজ শুরু হয়েছে। তবে আন্দোলনকারীরা চাইলে আলোচনায় বসতে আগ্রহী সরকার। এমনকি, আলোচনার ব্যাপারে পদক্ষেপও শুরু করেছে সরকার। যদিও আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

ছাত্র-যুব আন্দোলনকে কেন্দ্র করে থমথমে পরিবেশ ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে বলে খবর। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, বুধবার সকাল থেকে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলিগের নেতা, কর্মীদের সংঘর্ষে মঙ্গলবার রাতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় ক্যাম্পাসে। অভিযোগ, ছাত্রলিগের একাধিক নেতাকে তাঁদের জন্য সংরক্ষিত ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এমনকি, ভাঙচুরও চালানো হয় সেখানে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গাকে রাজনীতিমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা। চলছে সই সংগ্রহ।

সন্ত্রাসবাদী শক্তির অনুপ্রবেশ হয়েছে: শেখ হাসিনা

ঢাকা, ১৭ জুলাই: সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদী শক্তির অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার সন্ধ্যায় সরকারি টিভি এবং রেডিয়োতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, 'আমি দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করছি, যারা হত্যাকাণ্ড, লুটপাট ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, এরা যেই হোক না কেন, তারা যেন উপযুক্ত শাস্তি পায়, সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'পাশাপাশি সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে ছ'জনের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কোটা আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। এর ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে যা ঘটনা ঘটেছে, তা খুবই বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক। অহেতুক কতগুলো মূল্যবান জীবন ঝরে গেল। তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।' মৃত্যুর ঘটনাগুলির ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার ঘোষণাও করেন তিনি।

সুবোধ সিংয়ের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪ দিনের সিআইডি হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বুধবার সুবোধকে আসানসোল আদালতে হাজির করানো হয়। কলকাতা থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কনভয় করে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল আদালতে। শুনানি শেষে আসানসোল আদালতের বিচারক অর্পিতা ভট্টাচার্য সুবোধের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য দিকে, সিআইডির তদন্তকারী অফিসারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে সুবোধের 'শোন অ্যারেস্ট'-এর আবেদন করেছিল আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। বিচারক তা খারিজ করে দিয়েছেন। ৩১ জুলাই আবার সুবোধকে আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

আদালতের নির্দেশের পর সুবোধকে নিয়ে আসানসোল জেলের উদ্দেশে রওনা দেয় পুলিশ। তাঁকে গাড়িতে তোলার সময় ঘিরে ধরে নানাবিধ প্রশ্ন করতে থাকেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। সেই সুবোধের উক্তি, 'আপলোগ কেয়া বোল রহা হ্যায়, হামকো কুছ সমঝ মে নেহি রহা হ্যায়। অউর কিতনা বুরা বনাইয়ে গা হামে!' হাওড়ার ডোমজুড়ে ডাকাতিকাণ্ডে বিহার থেকে আশা মাহাতো ওরফে 'চাচি'কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, এক সময়ে সুবোধের দলের সঙ্গে যোগ থাকা 'চাচি'ই ডোমজুড়ের ডাকাতির ঘটনার মূলচক্রী। এ নিয়ে বুধবার সুবোধকে প্রশ্ন করা হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি 'চাচি'কে চেনেন কি না। তার জবাবে সুবোধ বলেন, 'হা, হামারে ঘর মে ভি চাচি হ্যায়!'

প্রসঙ্গত, সপ্তাহ দুয়েক আগে সুবোধকে রানিগঞ্জের একটি ডাকাতির মামলায় এ রাজ্যে নিয়ে আসে সিআইডি। সেটি ছাড়াও সুবোধের বিরুদ্ধে প্রায় ডজনখানেক মামলা রয়েছে, যার কয়েকটি সিআইডির তদন্তাধীন। ব্যারাকপুরের বিজেপি নেতা মণীশ শুক্লা খুনে সুবোধ জড়িত বলেও অভিযোগ। তার তদন্ত ফের শুরু করেছে পুলিশ।

২১ জুলাই কোনও কর্মসূচিই নেই!

ভিন্ন সুর শুভেন্দু-সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ জুলাই গণতন্ত্রহত্যা দিবস পালনের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। দলীয় সেই কর্মসূচি নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। জানালেন, ২১ তারিখ কোনও দলীয় কর্মসূচিই নেই। ২১ থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত যে কোনও দিন যে কেউ আন্দোলন কর্মসূচি নিতে পারে। যা দেখে রাজনৈতিক মহল বলছে, বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বের মধ্যে যে কোনও সংযোগ নেই, এই ঘটনায় তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল।বিজেপির রাজ্য সভাপতির সাফ জানিয়েছেন, '২১ জুলাই আমাদের কোনও কর্মসূচি নেই। ২১ থেকে ২৬ জুলাই, সপ্তাহভর গণতন্ত্র হত্যা সপ্তাহ পালন করব। এর মধ্যে যে কোনওদিন নিজেদের সুবিধা মতো নিজেদের জেলায় কর্মসূচি নিতে পারে।' স্বাভাবিকভাবেই দলীয় কর্মসূচি নিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ও বিরোধী দলনেতার মধ্যে ভিন্নসুর ঘিরে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। কীভাবে দুই শীর্ষনেতার সঙ্গে সংযোগ ছাড়া দলীয় কর্মসূচি ঘোষণা হতে পারে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

নতুন ৩ ফৌজদারি আইন পর্যালোচনায় কমিটি গড়ল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের নতুন তিন ফৌজদারি আইন পর্যালোচনা করতে কমিটি গড়ল রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তথা রাজ্যের লোকায়ুক্ত অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের কমিটি গত পয়লা জুলাই থেকে দেশজুড়ে কার্যকর হওয়া নতুন তিন ফৌজদারি আইন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম আইন পর্যালোচনা করে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট দেবে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বুধবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

সেখানে বলা হয়েছে, সংবিধান মোতাবেক আইনশৃঙ্খলা যেহেতু রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত এবং নতুন তিন আইনের বেশ কিছু বিষয়ের সঙ্গে যেহেতু রাজ্য সরকার যেহেতু একমত নয় (সেকথা লিখিতভাবে কেন্দ্রকে জানানো হয়েছে) তাই এই আইন তিনটি পর্যালোচনার প্রয়োজন। কমিটি মূলত দুটি বিষয় পর্যালোচনা করবে। প্রথমত, নতুন তিন ফৌজদারি আইনের এরাজ্যের জন্য বিশেষভাবে কোনো সংশোধনীর প্রয়োজন আছে কিনা। দ্বিতীয়ত, রাজ্যস্তরে আইনগুলির নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা। এছাড়া এই তিনটি আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ে কমিটি প্রয়োজনীয় কোনো পরামর্শ থাকলে তাও দেবে। সাত সদস্যের কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল, সুপ্রিমকোর্টে সরকারপক্ষের মুখ্য কৌঁসুলি সঞ্জয় বসু, রাজ্য পুলিশের মিহানির্দেশক এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কমিটি প্রয়োজনে শিক্ষাবিদ, আইন বিশেষজ্ঞ, প্রবীণ আইনজীবী, গবেষকদের নিয়োগ করতে পারবে। নতুন আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতামতও নিতে পারবে। তিন মাসের মধ্যে কমিটির রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা পড়বে।

আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে হাওয়া অফিস। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে চলেছে। সেই কারণেই কয়েক দিন টানা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ১৯ জুলাই পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ এলাকা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে চলতি সপ্তাহে ১৯ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২০ এবং ২১ তারিখ, অর্থাৎ শনিবার এবং রবিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যেক জেলার ৭৫ শতাংশের বেশি এলাকাতেই বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর। সেই সঙ্গে ভিজবে উত্তরবঙ্গও। ১৯ তারিখ ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। ওই দিন কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। তা ছাড়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরেও ওই দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার। ভারী বৃষ্টি হতে পারে রবিবারও। সে দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি কমেছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আপাতত বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে শনিবার। রবিবার এই দুই জেলা ছাড়াও ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়িতে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

মৃত্যুঞ্জয় মান্না ওরফে মৃত্যুঞ্জয় ধীবর পিতা – ৺পশুপতি মান্না সাং- নপাড়া, পোঃ কেওতারা, থানা জামালপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন-713166, বিগত ইং-30/01/2024 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-0436/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**পূর্ণিমা মাল** স্বামী মৃত তারাপদ মাল সাং- কলিষন্ডা, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী-712149)- ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি পূর্ণিমা মাল পান্ডুয়া এ.ডি.এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 3105/2024 নং দলিল মূলে **মহঃ হাসিম আনসারি** পিতা ওসমান গনি মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা কলিষন্ডা, জে.এল.-112, হাল এল. আর 257 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 46 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 32 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
পূর্ণিমা মাল
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তী

১) বিক্রেতা - শ্রী শম্ভু প্রসাদ ঘোষ, পিতা - মৃত সত্যনারায়ন ঘোষ, সাং - বাথানগাছি, পোঃ- দিগনগর, থানা- শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৪০১। ২) ক্রেতা - শ্রী গোপাল সাহা, পিতা - শ্রী গোলক বিহারী সাহা, সাং - বাগদিয়া, পোঃ- বড়জিয়াকুড়, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৪০৪। আমাকে গত ইং ০৮.১২.২৩ তারিখে কোলকাতা ARI-1 অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১০১৩৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার শম্ভু প্রসাদ ঘোষ, পিতা - সত্যনারায়ন ঘোষ গত ইং ১৯/০৪/২০২৪ তারিখে শান্তিপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৮১২ নং বিক্রয় দলিল মূলে (সত্যনারায়ন ঘোষ নামীয়) এল.আর ৮৯৪ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস ৪৪৮/১১১৭ এল. আর ৬৭২ নং দাগের ০.০৮১ শতক জমি দোকানঘর সহ আমি গোপাল সাহা, শম্ভু প্রসাদ ঘোষের নিকট হইতে খরিদ করি । আমি গোপাল সাহা উক্ত জমি রেকর্ড করিতে চাই। যদি উক্ত সম্পত্তি ও আমমোক্তার দলিল লইয়া কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল.এন্ড এল.আর.ও ফুলিয়া শান্তিপুর অফিসে যোগাযোগ করিবেন ।

E-TENDER

E- tender invited by the Prodhan, Madhugari Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Kachharipara, Nadia. **NIET NO. 02/5th SFC/2024-2025,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **22.07.2024 up to 17p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Madhugari Gram
Panchayat.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ পিতা – ৺কালীকিংঙ্কর ঘোষ সাকিম - পারুল, পোঃ ও থানা আরামবাগ, জেলা হুগলী, পিন-712601, বিগত ইং-24/04/2017 তারিখে লিখিত ও 11/05/2017 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত আরামবাগ এ.ডি.এস.আর অফিসে IV-00026/2017 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী দেবাশীষ ঘোষ**, পিতা – শ্রী শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ সাকিম- পারুল, পোঃ ও থানা আরামবাগ, জেলা হুগলী, পিন-712601)- ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **শ্রী দেবাশীষ ঘোষ** আরামবাগ এ.ডি.এস.আর অফিসে 05/10/2021 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-5572/2021 নং দলিল মূলে **দেবলীনা চট্টোপাধ্যায়** স্বামী দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায় সাকিম বৈদ্যপাড়া বাই লেন, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-712222 মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা আরামবাগ, মৌজা পারুল, জে.এল.-38, আর এস – 299 ও 583 নং এবং হাল এল. আর 2447 নং খতিয়ানে, (১)আর এস – 1389 এবং এল. আর 1807 নং দাগে ষোল আনায় 09 শতকের মধ্যে 2.67 শতক, (২) আর এস – 1390 এবং এল. আর 1797 নং দাগে ষোল আনায় 11 শতকের মধ্যে 09 শতক, তন্মদ্ধে 2.74 শতক, (৩) আর এস – 1391 এবং এল. আর 1797 নং দাগে ষোল আনায় 09 শতকের মধ্যে 1.53 শতক, একুনে মোট তিনটি দাগে 06.94 শতক অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত আমমোক্তার সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
শ্রী দেবাশীষ ঘোষ
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেলগন **১। দেবাশীষ সিনহা, ২। জয়দীপ সিনহা,** উভয়ের পিতা ৺অরিন্দ্র নাথ সিনহা উভয়ের সাং গজঘন্টা, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৪৮, বিগত ইংরাজী ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া হুগলী অফিসে I-৯১২৯/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে **সুভাশীষ সিনহা,** পিতা ৺অরিন্দ্র নাথ সিনহা সাং গজঘন্টা, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন -৭১২১৪৮) ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে **শ্রীমতী লিপিকা খাঁ,** স্বামী সমীর খাঁ, সাং- পুরাতন পোতা,পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন -৭১২১৪৮ চুঁচুড়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-২৯০৬/২০২৪ নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা মিনাজপুর, জে.এল নং ৪২, হাল ৬ নং খতিয়ানে সাবেক ও হাল ১৬৬ নং দাগ বাগান জমি ষোল আনায় ৩১ শতকের মধ্যে ২৪ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা চুঁচুড়ার ব্যান্ডেল নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি
তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা ঘোষনা করা জাইতেছে যে,আমার মক্কেলগন **১) শ্রী ভুপেন্দ্র নাথ ঘোষ** পিতা স্বর্গীয় গৌর চন্দ্র ঘোষ **২) শ্রীমত্যা কমলা ঘোষ** স্বামী স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ ঘোষ **৩) শ্রী প্রিয়নাথ ঘোষ ৪) শ্রী সোমনাথ ঘোষ ৫) শ্রী ইন্দ্রনাথ ঘোষ** ৩নং হইতে ৫নং-এর পিতা স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ ঘোষ **৬) শ্রী চন্দন ঘোষ** পিতা স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ **৭) শ্রীমত্যা কল্পনা ঘোষ** স্বামী স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ **৮) শ্রী মলয় কুমার ঘোষ** পিতা স্বর্গীয় সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ **৯)শ্রীমতী অর্পিতা ঘোষ** স্বামী শ্রী প্রদীপ বিশ্বাস ১নং-সাং- জয়দুর্গা দেবী এ্যাপার্টমেন্ট, এবি /৪১১ এফ. এল, -সি. জি. এম. ডি ফ্লোর, সমরপল্লি, পো- ও থানা- বিধাননগর, জেলা- উত্তর ২৪পরগনা, ২নং হইতে ৪নং ও ৬নং হইতে ৮নং-এর সাকিম - বেনীপুর পো- ত্রিবেনী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, ৫নং- এর সাং-আর. সি. দাস রোড, রানী সায়ের (ঈস্ট), পোঃ ও থানা- বর্ধমান জেলা- পূর্ব বর্ধমান, ৯নং-এর সাং-হেদিয়াপোতা, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, অত্র আমমোক্তার নামা দাতাগন বিগত ইংরাজীর ১৮/০৫/২০২৩ তারিখে হুগলী ডি. এস. আর-২ রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬০২০১৬১৯ নং আমমোক্তার দলিল মুলে সাকিম - বেনীপুর পো- ত্রিবেনী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী নিবাসী **সেখ মিরাজ হোসেন,** পিতা সেখ আলি হোসেন অর্থাৎ গ্রহীতাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নের তপশীল বর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার হইয়া বিক্রয় করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী **সম্পত্তির তপশীল** -জেলা হুগলী, থানা মগরা, জে এল নং- ৩৪ বেনীপুর মৌজায় হাল এল আর ৯৬২, ৯০৭, ১৫৭৯, ১৫৭৮, ও ৯০৬ নং খতিয়ান ভুক্ত :- সাবেক ও হাল এল আর ৬৫৩ নম্বর দাগে শুনা জমি ১, ষোল আনায় ৬২ শতকের মধ্যে ১৩.১৮ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। বিগত ০১/০৯/২০২৩ তারিখে হুগলী ডি. এস. আর-১ রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬০১০৮৩৮৬/২০২৩ নং বিক্রয় দলিল মুলে ২ কাঠা ৬ ছটাক ৮ বর্গফুট সম্পত্তি সাকিম – বেনীপুর পো- ত্রিবেনী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী নিবাসী সেখ রাজ্জাক, পিতা সেখ সফি মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে,উক্ত ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি ব্যান্ডেল লিচুবাগান বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে নিজ নামে নাম পত্তনের আবেদন করিয়াছেন। যদি কাহারো কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে অভিযোগ জানাইবেন। নচেৎ ভবিষ্যতে কাহারো কোনো অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

ইতি-তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমার মক্কেলগন **১) শ্রীমত্যা জয়ন্তী ভৌমিক** পিতা স্বর্গীয় তারাপদ ভৌমিক **২) শ্রীমতী ছায়া দাস** স্বামী সুবোধ দাস **৩) শ্রী জয়দেব পাল ৪) পদ্মাবতী পাল** উভয়ের পিতা স্বর্গীয় মন্মথ পাল **৫) শ্রীমতী সুজাতা দাস** স্বামী শ্রী বলরাম দাস **৬) শ্রী তাপস পাল** উভয়ের পিতা স্বর্গীয় বিভূতি ভূষন পাল **৭)শ্রীমতী কল্পনা সেন** স্বামী মিহির কুমার সেন **৮) শ্রীমতী অর্চনা সরখেল** স্বামী শ্রী জয়ন্ত সরখেল **৯)শ্রীমতী বন্দনা বিশ্বাস** স্বামী কল্যান বিশ্বাস **১০)শ্রীমতী চন্দনা দাস** স্বামী শ্রী সোনাতন দাস **১১)শ্রীমতী সুলেখা শাসমল** স্বামী শ্রী অমলেন্দু শাসমল **১২)শ্রীমত্যা গৌরী পাল** স্বামী স্বর্গীয় বিভূতি ভূষন পাল **১৩) শ্রী প্রভাকর পাল ১৪) শ্রী ভাসকর পাল** উভয়ের পিতা স্বর্গীয় বিভূতি ভূষন পাল **১৫) শ্রীমতী সুতপা দাস** স্বামী শ্রী সুফল দাস **১৬) শ্রীমত্যা দীপালি পাল** স্বামী স্বর্গীয় গোকুল চন্দ্র পাল **১৭) শ্রীমতী শ্রাবনী মন্ডল** স্বামী শ্রী ভাস্কর মন্ডল **১৮) শ্রীমতী সৌমী পাল ওরফে সৌমী রায়** স্বামী স্বামী শ্রী মহাদেব রায় পিতা স্বর্গীয় গোকুল চন্দ্র পাল **১৯) শ্রীমত্যা মঙ্গলা পাল** স্বামী স্বর্গীয় নকুল পাল ওরফে নকুল চন্দ্র পাল **২০) শ্রীমতী সুনিতা ঘোষ** স্বামী শ্রী উত্তম কুমার ঘোষ, ১নং,সাং- ১২৭ শিবপুর ২নং লেন পো-ত্রিবেনী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী। ২নং,৪নং, ১২নং, হইতে ১৪নং ও ১৯নং এবং ২০নং সাং-মেদিয়াপাড়া, রঘুনাথপুর, পো- নয়াসরাই, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী। ৩নং সাং- এম ০৫১০ পঞ্চায়েত রোড বাই লেন, শিবমন্দির, বৈরাটিসাল, রানীডাঙা, পো- কদমতলা, থানা-মাটীগাড়া, জেলা-দার্জিলিং। ৫নং সাং- নিউ কাজিডাঙা পো-ব্যান্ডেল থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী। ৬নং, ১৬নং ও ১৮নং সাং-রঘুনাথপুর, রথতলা পো- নয়াসরাই, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী । ৭নং সাং- পুরাতন বগা, পো-খামারগাছি, থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী। ৮নং সাং- মেলকী কুতুবপুর, পো-মেলকী, থানা- গুরাপ, জেলা- হুগলী। ৯নংসাং-রঘুনাথপুর, পো- নয়াসরাই, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী । ১০নং সাং- কুলগাছি, পো-মহিপালপুর, থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী। ১১নং সাং- ভাটুয়া পো-রাজহাট, থানা-পোলবা, জেলা- হুগলী। ১৫নং সাং- বেনেপুকুর, পো-একতারপুর, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী। ১৭নং সাং- ১৮০রেলওয়ে, কলোনী পো-ও থানা-রিষরা, জেলা- হুগলী। **আমরা স্বয়ং ও আমমোক্তার নামা গ্রহীতাগন ১) শ্রী দিবাকর পাল** পিতা স্বর্গীয় বিভূতি ভূষন পাল **২) শ্রী গৌতম পাল** পিতা স্বর্গীয় গোকুল চন্দ্র পাল **৩) শ্রী সুকান্ত পাল** পিতা স্বর্গীয় নকুল পাল ওরফে নকুল চন্দ্র পাল বিগত ইংরাজীর ০৮/১০/২০২৩ তারিখে হুগলী ডি. এস. আর-১ রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির ০৬০১০৯৯২৪/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মুলে আমাদিগকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নের তপশীল বর্নিত সম্পত্তি আমরা বিক্রয় করি । উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী **সম্পত্তির তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা মগরা, জে এল নং- ২৫ মধুসুদনপুর মৌজায় হাল এল, আর ১০৬ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত সাবেক আর এস ৫৮১ দাগ তথা হাল এল, আর ৫৮০নং দাগে শুনা জমি ১আনায় ১৮ শতক মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি ১৬ শতক। বিগত ০৭/০৬/২০২৪ তারিখে হুগলী ডি. এস. আর- ১ রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬০১০৫১৮৫ নং বিক্রয় দলিল মুলে ২ কাঠা ৪ ছটাক ৪৩ বর্গফুট সম্পত্তি সাকিম ২নং বিশপাড়া পো- নয়াসরাই, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী নিবাসী শ্রী রঘুপতি দেবনাথ, পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত দেবনাথ মহাশয়কে বিক্রয় করেন এবং বিগত ০৭/০৬/২০২৪ তারিখে হুগলী ডি. এস. আর-১ রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬০১০৫১৮৬ নং বিক্রয় দলিল মুলে ২ কাঠা ৪ ছটাক ৪৩ বর্গফুট সম্পত্তি সাকিম -২নং বিশপাড়া পো- নয়াসরাই, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী নিবাসী শ্রী গৌরাঙ্গ দাস, পিতা স্বর্গীয় কালিচরন দাস ও শ্রীমতী **স্মৃতিকনা দাস** স্বামী শ্রী গৌরাঙ্গ দাস, মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে,উক্ত ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি ব্যান্ডেল লিচুবাগান বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে নিজ নামে নাম পত্তনের আবেদন করিয়াছেন। যদি কাহারো কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে অভিযোগ জানাইবেন। নচেৎ ভবিষ্যতে কাহারো কোনো অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
হুগলী জজ আদালত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৮ ই জুলাই, বৃহস্পতি বার।২ রাত শ্রাবণ। দ্বাদশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন ।যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী ।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন ।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

(আজ তারাপীঠ ভৈরব সাধক শ্রেষ্ঠ বামাক্ষ্যাপা র প্রয়াণ দিবস তিথি মুহূর্ত। চাতুর্মাস্য তপ্ত মুদ্রা ধারন। প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চোপড়ার পর ফের হাওড়াতে তালিবানি কায়দায় অত্যাচারের ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোপড়ার পর এবার হাওড়ায় তালিবানি শাসনের নমুনা উঠে এল। হাওড়ায় তালিবালি শাসনের আদলে শাস্তির ভিডিও হল ভাইরাল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ডোমজুড় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই এলাকার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে পরিচালিকা বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ ওঠে। আর টাকা চুরির অভিযোগের দায়ে ওই পরিচারিকার গোটা পরিবারের চুল কাটে ওই ব্যবসায়ী পরিবার। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই আতঙ্কে এলাকা ছাড়া ওই পরিচারিকার পরিবার। চুরির অপবাদে পরিচারিকার পুরো পরিবারের চুল কাটার ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। শুধু তাই নয় ওই বিত্তশালী পরিবারের বিরুদ্ধে পরিচারিকার পরিবারকে বাড়ি ছাড়া করারও অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। তা নজরে আসতেই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করছে ডোমজুড় থানার পুলিশ।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ওই পরিচারিকার পরিবারকে একস্থানে নিয়ে এসে, কাঁচি দিয়ে তাদের চুল কেটে দেওয়া হচ্ছে। পরিচারিকার মা, ভাই ও দাদাকে দেখা যাচ্ছে ওই ভিডিওতে। হাওড়ার করোলা অঞ্চলে থাকেন দরিদ্র লস্কর পরিবার। তাঁদের এক মেয়ে এলাকারই একটি বিত্তশালী পরিবারে পরিচারিকার কাজ করতেন। মাস ছয়েক আগে তিনি ওই বাড়িতে পরিচারিকা হিসাবে কাজে যোগ দেন। এরপরেই এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পালিয়ে যান। প্রায় ১৪ দিন আগে ওই পরিবারের আত্মীয়রা পরিচারিকার বিরুদ্ধে লক্ষাধিক টাকা ও গয়না চুরি যাওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁর পরিবারের উপর চড়াও হয়। অভিযোগ, প্রথমে কয়েকজন মিলে ওই তরুণীর বাব-মাকে টাকা ফেরানোর কথা বলে। পরে চড়াও হয়ে তরুণীর বাবা-মা, ভাইকে ধরে স্থানীয় একটি কারখানায় বন্দি করে রাখে। পরে সবার সামনে মহিলার চুল কেটে নেড়া করে দেওয়া হয়। বাদ যাননি বাবা ও ছেলেও। এখানেই শেষ নয়, এরপরেই বাড়ি ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়। ভয় পেয়ে লস্কর পরিবার করোলা ছেড়ে লিলুয়ার জগদীশপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে আসেন। সেই থেকে লিলুয়াতেই আছেন তাঁরা।

আক্রান্ত ওই তরুণীর ভাই আরিয়াজ লস্কর বলেন, 'আমার বোন ওদের বাড়িতে কাজ করত। কিছুদিন আগে ওদের বাড়ি থেকে টাকা চুরি যায়। ওরা সন্দেহ করে আমার বোন করেছে চুরি। সেই সন্দেহবশত আমাদের মারধর করেছে। সবার সামনে মাথা নেড়া করে দিয়েছে। একটা কারখানাতে আটকে রেখেছিল। পরে আমাদের বলে বাড়ি ছেড়ে দিতে। ভয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি।'

এরমধ্যেই সেই ভিডিও ভাইরাল হয়। তা দেখে পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে তদন্ত শুরু করেছে। আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। পুলিশ জানিয়েছে, পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। সবার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করা হয়েছে। যদিও বাকি তিনজন এখনও পালতক বলেই সূত্রের খবর। তাঁদের খোঁজে ইতিমধ্যে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকাতে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনতে তৎপর রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের প্রায় সব দফতরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজের ওপর কেন্দ্রীয় ভাবে নজরদারি চালাতে পঞ্চায়েত সচিব পি উলাগানাথনের নেতৃত্বে 'প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট -পিএমইউ' গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন দফতর থেকে ৮ জন ডব্লিউবিসিএস অফিসারকে ওই পিএমইউ-তে বদলি করা হয়েছে। পিএমইউ-এর অতিরিক্ত সচিব হয়েছেন রাহুল মজুমদার। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, জরুরি প্রকল্পগুলি সময়ের মধ্যে, ঠিক ভাবে বাস্তবায়িত করতে গেলে বিভিন্ন দফতর, জেলা প্রশাসন, প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জরুরি। তাই প্রত্যেক দফতর, জেলা প্রশাসন এবং সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নির্বাচিত প্রকল্পগুলির গতি, সমস্যা, মানুষের অভিযোগ, সমস্যার সমাধান, প্রকল্পের কার্যকারিতা পিএমইউর মাধ্যমে এর সমস্তটাই দেখভাল করা হবে। তারাই প্রকল্প রূপায়ণ দ্রুততার স্বার্থে তথ্য সংগ্রহ ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে। প্রকল্পগুলির অবস্থা এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে সরকারকে রিপোর্টও দেবে।

ভুল সংশোধন

১৬ই জুলাই দুপুরে প্রয়াত হলেন অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের পূর্ব আচার্য্য তথা ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দেবের লীলা পার্ষদ, মহামিলন মঠের 'মা' কিংকর প্রণবানন্দ জী (রবীন মিশ্র জী)। বয়সজনিত কারণে মহামিলন মঠেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
১৭ই জুলাই ২০২৪ বুধবার, এই খবর মুদ্রণে 'তারিখ ভুল প্রকাশিত' হওয়ার জন্য 'একদিন পত্রিকা' দুঃখিত। খবরটি তাই পুনঃপ্রকাশিত হল।

মহাত্মা গান্ধী রোডে মহরমের মিছিল

খুচরোর সমস্যা মোটাতে এবার গণপরিবহণ পরিষেবায় স্মার্ট কার্ড

নজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের স্বার্থে রাজ্য সরকারি গণপরিবহণ পরিষেবায় স্মার্ট কার্ড পরিষেবা চালু হতে চলেছে। এনবিএসটিসি, এসবিএসটিসি এবং ডব্লিইবিটিসি তিন সরকারি পরিবহণ নিগমের ক্ষেত্রে এই স্মার্ট কার্ড পরিষেবা চালু করা হবে। বাস, ট্রাম, ফেরি সমস্ত ক্ষেত্রেই যাত্রীরা এই কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। এর ফলে আলাদা করে টিকিটের প্রয়োজন পড়বে না। খুচরোর সমস্যা মিটবে। কলকাতায় প্রাথমিকভাবে চালু হলেও এবার রাজ্যজুড়ে এই পরিষেবা চালু মিলবে বলে জানা গেছে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, 'অর্থ দফতর ইতিমধ্যেই পরিবহণ দফতরের এই উদ্যোগে সম্মতি দিয়েছে। ফলে এই পরিষেবা চালু করার পথে আর কোনও বাধা নেই। খুব শীঘ্রই রাজ্য জুড়ে এই স্মার্ট কার্ড পরিষেবা চালু করা হবে। এই পরিষেবা চালু হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।' সূত্রের খবর, রাজ্য পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগে বেসরকারি পরিবহণ এবং মেট্রোকেও যুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, বেশিরভাগ বাস মালিকরা পিছিয়ে যান। স্মার্ট কার্ডে যে টিকিট কাটা হবে, তার টাকা কী ভাবে পাওয়া যাবে, তা সময় সাপেক্ষ হবে কিনা, এই সমস্ত প্রশ্ন তুলে পিছিয়ে আসেন বাস মালিকরা। বিষয়টি নিয়ে এগোতে চাইনি মেট্রোও। এরপর যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগের বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হয় রাজ্য।

পাঠ্যবইতে জুড়ছে খেলার ইতিহাস, বড় বদল সিলেবাসে

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বছর পর্যন্ত যা সিলেবাস ছিল, তা আর নেই। শুধু সিলেবাসই নয়, পরীক্ষার পদ্ধতিতেও এসেছে বদল। চলতি শিক্ষাবর্ষেই বদলে গিয়েছে সিলেবাস। এবার থেকে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবেন একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। সেই সিলেবাসেই এবার যুক্ত হচ্ছে খেলার ইতিহাস। পাঠ্যবইতেই এবার থাকবে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন খেলা বা ক্লাবের ইতিহাসও।

শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, একাদশ শ্রেণির বইতে এবার থেকে থাকছে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের মতো ফুটবল ক্লাবের ইতিহাস। যে ফুটবল নিয়ে বাঙালির গর্ব, সেই ফুটবলের নানা গল্প থাকবে বইতে। শারীর শিক্ষা বইতে এতদিন পর্যন্ত যোগব্যায়াম সহ বিভিন্ন খেলার কথা। এবার সেই সিলেবাসে আমূল পরিবর্তণ আসছে।

শুধু মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল নয়, আইএফএ, বিসিসিআই, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান থেকে অলিম্পিক, ফিফা-সবকিছুরই ইতিহাস বা গল্প থাকবে বইতে। থাকবে ব্রিটিশ আমলে মোহনবাগানের শিল্ড জয়ের গল্প।

১০ বছর পর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য সিলেবাসে বদল আনা হয়েছে। শিক্ষাবিদরা সর্বভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করেছেন নতুন সিলেবাস। ১১ বছর আগে শেষ সিলেবাস সংশোধন হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ২০২৫-২৬-এ উচ্চ মাধ্যমিক হবে সেমেস্টার পদ্ধতিতে। প্রত্যেক স্কুলকে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সামার ক্যাম্প করার নির্দেশ। তাতেও সময় নির্ধারিত করে দেওয়া থাকবে। প্রথম সেমেস্টার হবে ওএমআর শিটে। একই অ্যাডমিট কার্ডে হবে দ্বাদশ শ্রেণির থার্ড ও ফোর্থ সেমেস্টার। বাংলা ভাষার সিলেবাসেও পরিবর্তন করা হয়েছে। গদ্য ও পদ্য বদলেছে অনেক। যুক্ত হয়েছে শ্রীজাতর কবিতা। থাকছে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা। ভারতের বিদেশনীতি ও পরমাণুনীতির কথাও থাকবে সিলেবাসে।

আড়িয়াদহের পর এবার প্রকাশ্যে সোনারপুরের জামালউদ্দিন-কাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নানা জায়গায় সামনে আসছে মহিলা নিগ্রহের ঘটনা। এলাকার মাতব্বরেরাই হাতে তুলে নিচ্ছেন শাসন ক্ষমতা। এবার এমন ঘটনা সামনে এল সোনারপুরেও। যেখানে এলাকার শাসনক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছেন জামালউদ্দিন সর্দার। তাঁর বিরুদ্ধে এবার মুখ খুলছেন একের পর এক স্থানীয় মহিলাই। এলাকাবাসী জানাচ্ছেন এই জামালউদ্দিন নিজেকে তৃণমূল কর্মী বলেই পরিচয় দেন। সম্প্রতি এক মহিলাকে শিকলে বেঁধে তাঁকে অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছিল এই জামালউদ্দিনের বিরুদ্ধে। এবার এই জামালের বিরুদ্ধে রুবিজান বিবি নামে আরও এক গৃহবধূকে মুখ খুলতে দেখা গেল। তাঁর অভিযোগ, স্বামী শাহরুখ শেখকে শিকলের সাহায্যে উল্টো করে ঝুলিয়ে সারারাত মারধর করেছে এই জামাল। তাঁকে বাঁচাতে হাত-পা ধরলেও রেহাই মেলেনি। যদিও, জামালউদ্দিনের সঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে কোনও যোগ নেই বলে জানিয়েছেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লাভলি মৈত্র।

রুবিজান জানান, 'আমাদের পারিবারিক ঝামেলা হচ্ছিল। আমার মামা শ্বশুর ওকে জানাতেই আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে যায়। ওকে শিকল দিয়ে উল্টো করে টাঙিয়ে মারধর করে।' এই ঘটনায় স্থানীয় বিধায়ক লাভলি জানান, 'ঘটনা যে ঘটিয়েছে তার শাস্তি চাই। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই। উনি নিজেই বলছেন। তবে ওনার অভিযোগ জামাল অত্যাচার করেছে। শিকলে বেঁধে মারধর করা হয়েছে। জামাল পলাতক। ওর খোঁজ চলছে। তবে এই ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ নন। প্রশাসনিক কোনও পদেই নেই।'

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার প্রথম সোনারপুরের জামালের কথা প্রকাশ্যে আসে। সেখানে রশিদা বিবি নামে এক মহিলা অভিযোগ করেন তাঁর ছেলেকে বেধড়ক মেরেছে এই জামাল। অত্যাচার থেকে ছাড় পাননি রশিদা বিবিও। এই ঘটনা জানাজানি হতেই মঙ্গলবার সোনারপুরে যান বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। আবার রাতে ওই মহিলার বাড়ি যান সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লাভলি মৈত্র। রশিদা বিবি এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানান, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। সঙ্গে এও জানান, তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে গিয়েছিলেন কিন্তু বিচার পাননি। সেই কারণেই তিনি বিজেপির অগ্নিমিত্রা পল-এর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এই বিষয়ে সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলি মৈত্র জানান, 'স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কেন সাহায্য করেনি, তা দল খতিয়ে দেখবে।' এরই রেশ টেনে রশিদা জানান, 'আমরা রাজনীতি চাই না। জামাল আমার ছেলেকে মেরেছে। সহদেব নামে পার্টির সদস্যকে বলেছি। কিন্তু উনি কোনও পদক্ষেপ করছিলেন না। বিধায়ক এখন সাহস দিয়ে গিয়েছেন।'

এ দিকে, যে জামালের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠছে আপাতত সে পলাতক। তার সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলে সোনারপুর থানা সূত্রে খবর।

এদিকে, এই জামালের নামে ত্রস্ত সোনারপুরবাসী। আয় বলতে কিছু নেই। তবে একাংশের দাবি, জমি প্রোমোটিং, ফেরাজি জমি বিক্রি করা, বিচার পাইয়ে দেওয়ার নামে তোলাবাজি এবং জমি বিক্রি এইসব করেই নাকি পেট চলে তাঁর। সোনারপুর এলাকায় পা রাখলে একদম রাস্তার উপরেই নজরে আসবে জামালউদ্দিনের পেল্লাই বাড়ি। মাঝে ঝা চকচকে সরু রাস্তা আর দু'ধারে সবুজ গালিচা। দেখে বোঝা দায়, রিসর্ট না কারও বাড়ি। তিনতলা বাড়িটি হলুদ-নীল রঙ করা। চারদিক মোড়া কাচে। রয়েছে উঁচু পাঁচিলও। ভিতরে কিন্তু একটি বাড়ি নয়। আরও একটি বাড়ির অংশ রয়েছে। বাড়ির ভিতর ও বাইরে মিলিয়ে মোট ৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। বাড়ির মধ্যে থাকা সুইমিংপুলে চড়ে বেড়াচ্ছে কচ্ছপ। তবে কচ্ছপ রাখা বেআইনি হলেও জামাল সর্দার বাড়িতে কীভাবে কচ্ছপ রেখেছেন তা নিয়েও উঠছে বড়সড় প্রশ্ন।

জামালের রয়েছে একটি ঘোড়াও। এই সাধের ঘোড়াকে দেখশোনা করতে ১০ হাজার টাকা দিয়ে রাখা ছিল একটি লোক। নাম শাহজাহান মল্লিক। আরও ৭ জন রয়েছেন যাঁরা পরিচারিকার কাজ করেন।

উত্তর কলকাতার যুব মোর্চার নেতার কীর্তি প্রকাশ্যে আনলেন কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতার বিজেপি যুব মোর্চার নেতা সূরয সিংহের কীর্তি প্রকাশ্যে আনলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। নিজের এক্স হ্যান্ডলে একাধিক পোস্টে বিভিন্ন ছবি দিয়ে বুধবার কুণালকে লিখতে দেখা যায়, 'উত্তর কলকাতা বিজেপি যুব মোর্চা সভাপতি সূরয সিংহ। মাতাল হয়ে গড়াগড়ি। ওর লোকেরাই দিল। ছবি, ভিডিওর সত্যতা যাচাই করিনি।' এই সব ছবির কোনওটায় দেখা যাচ্ছে সূরয 'ভারসাম্যহীন' হয়ে ফটপাথে বসে রয়েছেন। কোনওটায় ফুটপাথে চিতপাত হয়ে শুয়ে রয়েছেন।

শুধু তাই নয়, সূরযের সঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কলকাতার বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের ছবি রয়েছে। সেগুলিও প্রকাশ্যে এনেছেন কুণালই। সঙ্গে কুণাল এও লেখেন, 'অনেকের সঙ্গে ছবি দেখছি। ছবি থাকলেই অপকর্মের দায় নেবেন তো? বিজেপি কিছু বলবে?' আড়িয়াদহের তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ জয়ন্ত সিংহ ওরফে 'জায়ান্ট'-এর সঙ্গে মদন মিত্র, সৌগত রায়দের ছবি নিয়ে ময়দানে নেমেছিল বিজেপি।

তবে জয়ন্ত তৃণমূলের কোনও 'পদাধিকারী' ছিলেন না। কিন্তু সূরয বিজেপির একটি সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি। ফলে বিজেপির কাছে বিষয়টি নিঃসন্দেহে বিড়ম্বনার। আবার অন্য একাংশের বক্তব্য, আড়িয়াদহে জয়ন্ত-বাহিনী যা যা ঘটিয়েছে তার যে অভিঘাত তার সঙ্গে বিজেপি যুবনেতার ঘটনার অনেক ফারাক রয়েছে। আড়িয়াদহের ঘটনা ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্টতম অপরাধ। আর সূরযের ঘটনা স্খলন। দু'টি ঘটনার মধ্যে মৌলিক ফারাক রয়েছে। তবে বিজেপি যে 'সূরযকাণ্ডে' অস্বস্তিতে তা স্পষ্ট।

কুণালের এই পোস্টের পরই স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠেছে যে, আড়িয়াদহের জয়ন্ত সিংহের সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের একাংশের ছবি প্রকাশ্যে আসায় যে শোরগোল পড়েছিল, কুণাল তারই পাল্টা দিলেন কি না তা নিয়ে।

তবে এই প্রসঙ্গে কলকাতার বিজেপি কাউন্সিলর সজল স্পষ্টই বলেন, 'ছবি দিয়ে অনেক কিছুই বোঝা যায়।' সূরযের এই ছবি এবং ঘটনায় যে বিজেপির ভাবমূর্তিতে ধাক্কা লেগেছে, তা-ও মেনে নিয়েছেন সজল। সঙ্গে এও বলেন, 'সূরযকে কেউ মদ খাইয়ে দিয়েছে, না তিনি নিজে খেয়েছেন তা বিচার্য নয়। তাঁর এই ঘটনায় দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দল আজকালের মধ্যেই সবটা বিচার-বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নিয়ে নেবে।' তবে পাশাপাশি সজল কটাক্ষের সুরে বলেন, 'মনে রাখবেন, এই মাতালদের জন্যই বাংলার অর্থনীতি টিকে রয়েছে।'

কলকাতায় আক্রান্ত পুলিশ কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের বুকে ফের আক্রান্ত পুলিশ কর্মী। আহত পুলিশ কর্মীর নাম দেবাশিস মণ্ডল। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার শোভাবাজার এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম রাহুল দাস।

পুলিশ সূত্রে খবর, মহরমের দিন শহর কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় চলছে চেকিং। যে কোনওরকম অপ্রীতির পরিস্থিতি এড়াতে বিভিন্ন জায়গায় টহলদারিও চলে পুলিশের।

বড়তলা থানা এলাকায়, টহলদারির সময় পুলিশ কর্মীরা দেখতে পান এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় কয়েকজনের সঙ্গে ঝামেলা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ কর্মীরা।

ওই ব্যক্তিকে আটকানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। অভিযোগ, সেই সময়েই ওই ব্যক্তি দেবাশিস মণ্ডল নামে ওই পুলিশ কর্মীর উপরে হামলা চালায়। হামলায় গুরুতর জখম হন তিনি।

ঝড়তে থাকে রক্ত। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে আহত পুলিশ কর্মীর অবস্থা স্থিতিশীল। এরপর কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীকে মারধর করার অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বড়তলা থানার পুলিশ।

নিউ দিল্লি-শিয়ালদা রাজধানী থেকে নিখোঁজ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে নিখোঁজ ব্যক্তি। গত ২৭ জুন ওই ব্যক্তির নিউ দিল্লি-শিয়ালদা রাজধানী এক্সপ্রেসে চড়ে দিল্লি থেকে শিয়ালদা ফেরার কথা ছিল। কিন্তু ২৮ জুন তিনি শিয়ালদায় নামেননি। ওই ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ, শিয়ালদা জিআরপি-র দারস্থ হলেও কোনও নিখোঁজ ডায়েরি নেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে দমদম থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।

নিখোঁজ ব্যক্তি মৌসম ঘোষ

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নিখোঁজ ব্যক্তির নাম মৌসম ঘোষ। সেইদিন বছর চল্লিশের মৌসমের এক বন্ধু তাঁকে আনতে যান। কিন্তু খুঁজে পাননি। তাঁর ফোন বেজে যাচ্ছিল। কেউ ধরছিল না। পরে আরপিএফ ফোন ধরে জানায় তাঁর ফোন পাওয়া গিয়েছে। মৌসমের পরিবারের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, সেখানে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা দেখেন মৌসমের ল্যাগেজ ও মোবাইল থাকলেও মৌসম নিখোঁজ। দমদম থানায় নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ জানানোর পর পনেরো দিন কেটে গেলেও ওই ব্যক্তির কোনও খোঁজ না পাওয়ায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত গোটা পরিবার। আর এই ঘটনাতে মৌসমের পরিবারের সদস্যদের প্রশ্ন, 'রাজধানীর মত একটি ট্রেন, যেখানে প্রতিটা কামরায় সিসিটিভি থাকে সেখান থেকে কী করে একজন নিখোঁজ হয়ে গেল?' এ প্রসঙ্গে মৌসমের মাসির বক্তব্য, মৌসম কোথায় রয়েছে, তার খোঁজ করা হোক। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, সমস্ত জায়গায় মৌসম নিখোঁজ হওয়ার তথ্য পাঠানো হয়েছে।

প্রোমোটারি বিবাদের জেরে প্রতিবাদী মহিলাকে 'ঘুষি', অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলগাছিয়া পূর্ব বিধানসভায় প্রোমোটারি রাজ সংক্রান্ত অভিযোগের শেষ নেই। সিঁথির পর এবার পাইকপাড়া। মধ্যরাতে প্রোমোটারি নিয়ে বিবাদের জেরে প্রতিবাদী মহিলাকে ঘুষি মারার অভিযোগ উঠল এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এদিকে পাইকাপাড়ার স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সিঁথির মতোই তৃণমূল বিধায়ক অতীন ঘোষের নাম ভাঙিয়ে দাপিয়ে বেড়ান এই তৃণমূল নেতাও।

তবে কলকাতা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পর ৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রোমোটারি নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে শাসক নেতা উত্তম হালদারের বিরুদ্ধে মহিলাকে মারধরের অভিযোগে শোরগোল শুরু হয়েছে এলাকার রাজনৈতিক মহলে। ইতিমধ্যেই চিৎপুর থানায় প্রয়াত তৃণমূল কাউন্সিলর গৌতম হালদারের ভাই উত্তম হালদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত মহিলা।

সূত্রে খবর, ভারতীয় ন্যায় সংহতির ধারায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মারধর, হুমকি, ভীতি প্রদর্শন, সম্মানহানির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই অভিযোগকারীর উপর মামলা প্রত্যাহারের চাপ দিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ঘটনার কথা জানিয়ে পোস্টও করেন আক্রান্ত মহিলা। একইসঙ্গে সামনে এসেছে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও।

পাশাপাশি আক্রান্তের স্বামী এ প্রশ্নও তুলেছেন, এফআইআরের পাঁচদিন পর্যে কেন ব্যবস্থা নিল না পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা উত্তম হালদার।

ঢোলাহাটের ঘটনায় এবার তদন্তে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঢোলাহাটে পুলিশের 'হেফাজতে' যুবকের মৃত্যু মামলার তদন্তের ভার গেল এবার সিআইডি-র হাতে। ইতিমধ্যে হাইকোর্ট এই ঘটনায় দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৩০ জুন ঢোলাহাটের ঘাটমুকুলতলা এলাকায় একটি চুরির ঘটনা ঘটে। সে সময়ে এক যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায় ঢোলাহাট থানার পুলিশ। পরে তিনি জামিনে মুক্ত পান। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, বাড়ি ফেরার পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে প্রথমে মথুরাপুর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ, তারপর সেখান থেকে চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু সেখানেও চিকিৎসকরা সাড়া না দেওয়ায়, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পার্কসার্কাসের বেসরকারি হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ওই যুবকের শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এরপরই লকআপে পুলিশের বিরুদ্ধে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তোলে পরিবার। একইসঙ্গে জামিন দেওয়ার বিনিময়ে টাকাও দাবি করার অভিযোগ আনা হয় ঢোলাহাট থানার ইন্সপেক্টর ইন চার্জ এবং সেকেন্ড অফিসারের বিরুদ্ধে। অপরদিকে ইতিমধ্যেই দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এবার দেখার বিষয় সিআইডি এই ঘটনার তদন্তের কোন মোড় দেয়।

অপহৃত ব্যবসায়ীকে নয়ডা থেকে মুক্তি করল পুলিশ, গ্রেফতার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ব্যবসায়ীকে অপহরণ। ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় বলেও অভিযোগ। নয়ডায় হানা দিয়ে এই ঘটনায় মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করল পাটুলি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ব্যবসায়ীকেও উদ্ধার করা হয়েছে।

একইসঙ্গে পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, সত্যেন্দ্র কুমার নামে ওই ব্যক্তি পাটুলির বাসিন্দা। একটি ক্যাফে রয়েছে তাঁর। গত ১২ জুলাই থেকে নিখোঁজ হয়ে যান সত্যেন্দ্র। এরপরই খোঁজখবর শুরু হয়। তার মাঝেই ব্যবসায়ীর স্ত্রীর কাছে একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে স্ত্রীকে জানানো হয়, ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়েছে। ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণও দাবি করা হয়। এরপরই পাটুলি থানার দ্বারস্থ হন ব্যবসায়ীর স্ত্রী। এরপরই তিনি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয় পুলিশি তৎপরতা।

মুক্তিপণ চেয়ে আসা ফোন নম্বরের সূত্র ধরে শুরু হয় খোঁজখবর। মোবাইল নম্বরে লোকেশন ট্র্যাক করে নয়ডায় পাড়ি দেয় পাটুলি থানার পুলিশ। সেখানে খোঁজখবর করে প্রথমে সমীর, সুভাষ নামে দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর তাদের জেরা করে আরও চারজনের নাম সামনে আসে। পুলিশ সন্দীপ বর্মা, গৌরব বড়ুয়া, যতীন এবং করণ ঠাকুর নামে আরও চার জনকে গ্রেফতার করে। সবমিলিয়ে মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবসায়ীর পরিচয় হয়। সেই সুযোগে ওই যুবকেরা কলকাতার ব্যবসায়ীকে গত ১২ জুলাই অপহরণ করে। নয়ডা থেকে অপহৃত ওই ব্যবসায়ীকেও উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের বুধবার আদালতে তোলা হলে তাদের ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

কলকাতায় ধর্ষণের ঘটনায় ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় ধর্ষণের ঘটনা! প্রথমে পানশালায় বন্ধুত্ব। এরপর ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় শ্যামপুকুর থানায় অভিযোগও দায়ের হয়। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে শ্যামপুকুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম দীপ মুখোপাধ্যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শেক্সপিয়র সরণী থানা এলাকার একটি অভিজাত পানশালাতে দুজনের পরিচয় হয়েছিল। কয়েক মিনিটেই বন্ধু হয়ে যায় দুজনের। এরপর নিজের গাড়িতে করে তরুণীকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যান অভিযুক্ত। ওই ফ্ল্যাটেই ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। প্রথমে সল্টলেক ও পরে শোভাবাজারের ফ্ল্যাটে ধর্ষণ করা হয় বলেও জানান তরুণী। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শ্যামপুকুর থানায় গত ১৫ জুলাই অভিযোগ দায়ের হয়। এরপর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাজ্য বিজেপির নিচু তলার সাংগঠনিক পরিকাঠামো নিয়ে হতাশ অর্জুন-সৌমিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটে আশানুরূপ ফল হয়নি বিজেপির। তারপর আবার সদ্য সমাপ্ত হওয়া উপভোটেও যে তিন আসন বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ ও রায়গঞ্জ-এ জেতার কথা ছিল সেখানেও পরাজিত হয়েছে। এরপর বুধবার এই ফল নিয়েই বঙ্গ বিজেপির নেতারা কাটাছেঁড়া করেছেন। আর সেখানেই চড়া সুর শোনা গেল বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এবং ব্যারাকপুরের বিজেপি নেতা অর্জুন সিং-এর গলায়। এ দিন মিটিংয়ের আগেই দলীয় সংগঠন নিয়ে বিস্ফোরক অর্জুন সিং। একই সুর শোনা গেল সৌমত্র খাঁ-র গলাতেও। তাঁদের বক্তব্য, 'বুথ স্তরে কোনও সংগঠন নেই বিজেপির। উপর থেকে নিচুতলা তৈরি হয় না। নিচুতলা থেকে উপরতলা তৈরি হয়। সেই কারণেই আজ এই অবস্থা। দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। দায়িত্ব দিলেই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

এদিন বৈঠকের আগেই সাংসদ সৌমিত্র জানান, 'যদি সঠিক দিশা দেখানো হয়, তাহলে হবে। আর যদি না হয়, ফেল করে যাব। সাংগঠনিক রদ বদলের নিশ্চয়ই দরকার রয়েছে। নতুনদের দায়িত্ব দিতে হবে। আমার মনে হয় সাংগঠনিক পরিবর্তন প্রয়োজন। দিল্লির নেতারা সেটা ভাববে।'

একইসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য, 'বিজেপির নিচুতলার কর্মীদের আগে ঠিক করতে হবে। উপর থেকে নিচে সংগঠন ভাবলে, কোনওদিন ঠিক হয় না। বুথ স্তরে সংগঠন নেই। শূন্য পুরো। আমাদের দায়িত্ব দিলে কেন করব না? শুধু শুনব আর বাড়ি চলে যাব তাহলে অসুবিধা আছে।'

অগ্নিমূল্যের বাজারে পোল্ট্রির ডিম জোড়া ১৫ টাকা! কাগুজে টাস্কফোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অগ্নিমূল্য সবজির দাম। আর তাই নিয়ে হইচইয়ের মাঝেই গুটিগুটি পায়ে আকাশ ছুঁয়েছে পোল্ট্রির ডিম। খুচরো বাজারে ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৪-১৫ টাকা জোড়া। কিনতে গিয়ে হাত পুড়ছে ক্রেতাদের। কেন হঠাৎ করে এই দাম, কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না ক্রেতারা।

মঙ্গলবার থেকে পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার থেকে লাগাতার ধর্মঘটে নামছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোল্ট্রি ফেডারেশন। অন্যদিকে অগ্নিমূল্য সবজি বাজারে নতুন করে মধ্যবিত্তের কাছে নতুন ধাক্কা বলেই মনে করা হচ্ছে।

গরিবের পাতে সুষম আহারে অতি পরিচিত ডিম। আর সেই ডিমের দাম এখন আকাশছোঁয়া। মাসখানেক ধরেই ডিমের দামে রীতিমতো হাত পুড়ছে ক্রেতাদের। শহরের কোথাও পোল্ট্রির ডিম জোড়া বিকচ্ছে ১৪ টাকা, কোথাও আবার ১৫ টাকা জোড়া। গতমাসেও যেখানে ১১ থেকে ১২ টাকা জোড়া বিক্রি হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পোল্ট্রি ফেডারেশনের তরফে জানা যাচ্ছে, হঠাৎ করেই রাজ্যে ডিমের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে মাসদু'য়েক আগেও ডিমের যোগান অনুযায়ী চাহিদা কম ছিল। তাই তখন দামটাও কম ছিল। এরপর এই একমাসে ডিমের চাহিদা বেড়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দামও বেড়েছে। যদিও ঠিক কি কারণে আচমকাই চাহিদা বাড়লো ,তার কোনও স্বচ্ছ ধারণা নেই সংগঠনের।

পাশাপাশি পোল্ট্রি মুরগির খাবার বিশেষ করে জোয়ার-বাজরা দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিদেশে রফতানি হয়ে যাচ্ছে। তার জেরে দেশের পোল্ট্রি চাষিদের অনেক চড়া দামে সেই খাবার কিনতে হচ্ছে। তাই যদি মুরগির খাবার বিদেশ রফতানি বন্ধ করা যায়, তাহলেই উৎপাদন খরচ কমে যাবে এমনটাই জানা যাচ্ছে সূত্র মারফৎ। আর এতে ডিমের দামও কমে যাবে বলেই জানা যাচ্ছে।

শ্রাবণ মাসে উত্তর ভারত জুড়ে অনেকেই আমিষ খাবার খান না। এর ফলে ডিমের জোগান এক থাকলেও চাহিদা কমবে। তখন দাম সামান্য কমলেও কমতে পারে। এই প্রসঙ্গে পোল্ট্রি ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল সূত্রে জানা গিয়েছে, পোল্ট্রি

মুরগির খাবার এখান থেকে রফতানি করে দেওয়া হচ্ছে বিদেশে । ফলে এখানে বেশি দামে পোল্ট্রি মুরগির খাবার চাষিদের কিনতে হচ্ছে। খরচ বেড়ে যাচ্ছে। ৫ টাকা ৯০ পয়সা করে ডিম বিক্রি করে লাভের মুখ দেখছেন পোল্ট্রি চাষিরা। ডিমের দাম কমালে মাঠে মারা যাবেন তাঁরা । ক্ষতির মুখে পড়তে হবে তাঁদের । শ্রাবণ মাসে ডিমের চাহিদা কমলে দাম খানিকটা পড়বে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পোল্ট্রি ফেডারেশনের দাবি, যখন ডিমের চাহিদা ও দাম কম অর্থাৎ সাড়ে ৫ থেকে ৬৬ টাকায় যাচ্ছিল তখন পোল্ট্রি মুরগি চাষিরা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। সেজন্য চাহিদা বৃদ্ধি পেতে তারা ডিমে বেশি লাভের মুখ দেখছেন। এখন দেড় টাকা লাভ রেখে চাষিরা ডিম বিক্রি করছেন। তাই খুচরো বাজারে ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। চাষিদের হাত থেকে ডিম আসে বড় ক্রেতাদের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে সেই ডিম কেনে ডিসট্রিবিউটার। তাঁদের কাছে থেকে আবার আসে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে।সেখান থেকে খুচরো বাজারে ডিম আসে। হাসের ডিম ছিল ১৬ টাকা জোড়া। এখন তা বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা। মনে করা হচ্ছে, বাজারে চাহিদা ও জোগান সমান আছে এই মুহূর্তে। তাতেই এই দাম। জোগান কমলে আরও দাম বাড়ার আশঙ্কা।

সবজির বাজারদরে হাত পোড়ার সঙ্গেই এবার ডিম কিনতেও ছ্যাঁকা লাগছে সাধারণ মানুষের। শ্যামবাজার বাজারের ক্রেতা নিতাই দাস বলেন, 'সব জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে । ডিম সাড়ে ৫ টাকা ছিল মাস দুয়েক আগেও। সেটাই বেড়ে এখন ৭টাকা প্রতি পিস কিনতে হচ্ছে। মাছ, মাংস যা দাম নিয়মিত খাওয়া সম্ভব নয়। তবে পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে একমাত্র নিয়মিত কিনে খেতে পারি ডিমটা। সেটার দামও এখন বেড়ে চলেছে।' ওপর এক ক্রেতা শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কী খেয়ে বাঁচবো সেটাই বোঝা দায়! সবজির দাম বেশি, আলু-পেঁয়াজের দাম বেশি। মাছ মাংসের দাম বেশি। ডিমও এখন বেশি দামে কিনে খেতে হচ্ছে। দিদি সবজির জন্য লোকজন ও পুলিশ বাজারে পাঠাচ্ছে। ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু করছে না কেন! এইভাবে দাম বাড়তে থাকলে বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবো কি।'

উল্লেখ্য সবজির বাজার আগুন হওয়াতে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েকদিন আগে নবান্নে তড়িঘড়ি বৈঠকে বসেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বৈঠক থেকেই সবজির দর আমজনতার সাধ্যের মধ্যে আনতে ১০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেন। তারপরেই ময়দানে নামে টাস্ক ফোর্স। অভিযানের পর সবজির দাম কিছুটা হাতের নাগালে, এলেও ফের টাস্ক ফোর্স যেতেই চড়া হয় দর। এখনও প্রতিদিন সবজির দামের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। কখনও মানিকতলা বাজার, কখনও কাঁকুরগাড়ি ভিআইপি বাজার, আবার কোলে মার্কেট থেকে মুচি বাজারেরও হানা দিচ্ছেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। তবে সবজির দাম নিয়ে এত হইচইয়ের মাঝেই হাতের নাগালের বাইরে গিয়েছে অল্প পয়সায় পুষ্টিগুণ সম্পন্ন সুস্বাদু খাবার ডিম।

ছুরির আঘাত ব্যবসায়ীকে, গ্রেফতার প্রতিবেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার অভিযোগে ধৃত প্রতিবেশী যুবক। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঘোলা থানার আগরপাড়ার ৩ নম্বর আজাদ হিন্দ নগরে। ধৃতের নাম সন্তু দাস ওরফে কাউয়া। আক্রান্ত ইমারত দ্রব্যের ব্যবসায়ী ৪৫ বছরের রিপেশ দাস জানান, দু'বছর আগে অভিযুক্ত যুবক সন্তু দাস নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ওর বাবাকে মারধর করছিল। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে গিয়ে সন্তুকে চড় মেরেছিলাম। তারপর থেকেই হয়তো মনে রাগ চেপে রেখেছিল ওই প্রতিবেশী যুবক। আক্রান্তের অভিযোগ, গত ১০-১২ দিন ধরে তাঁর বাড়িতে সামনে পাইপ, মুগুর, লাঠি, বাঁশ নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল ওই যুবক। স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার বিকেলের দিকে ওই যুবক তাঁর বাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। বাড়ির দিকে তাকানোর প্রতিবাদ করেছিলেন ওই ব্যবসায়ী। তখন উভয়ের মধ্যে মারামারি হয়েছিল। এলাকার লোকজন এসে উভয়কে সরিয়েও দিয়েছিল। রাতের দিকে ইমারত ব্যবসায়ীর দোকানে আচমকা হানা দেয় ওই প্রতিবেশী যুবক। দোকানে বসে ব্যবসায়ী তখন মোবাইল ফোনে মগ্ন ছিলেন। আক্রান্তের অভিযোগ, প্রথমবার চাকু দিয়ে তাঁর গলায় আঘাতের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বার বাঁদিকের কানের পাশে চাকু দিয়ে আঘাত করে। এলাকার লোকজন ছুটে এসে ওই যুবককে ধরে ফেলে। খবর পেয়ে ঘোলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত যুবককে পাকড়াও করে নিয়ে যায়। অভিযুক্ত যুবকের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন আক্রান্তের পরিবার ও এলাকাবাসীরা।

সম্পাদকীয়

এর পরেও আগামী মনে রাখবে তো?

ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী আসনে আসার পর নরেন্দ্র মোদি এরকমই নানাবিধ বদল এনেছেন বহিরঙ্গে। প্রকল্পের নাম বদলাচ্ছেন, পুরনো নোট বদলে দিচ্ছেন, কাশ্মীরের স্ট্যাটাস বদলে ফেলছেন, নতুন শিক্ষা নীতি করছেন। তাঁর বড় বাসনা যে একটি স্থায়ী আসন পেতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আলাপচারিতায়। তাঁরা যেন বলে, এই যে নোট দেখছো, এটা নরেন্দ্র মোদির আমলে হয়েছিল। এই যে নীতি আয়োগ নামক নামটি শুনতে পাচ্ছো একে আদিযুগে বলা হতো প্ল্যানিং কমিশন, মোদিজি এসে পাল্টে দিয়ে এই নতুন নাম করেছেন। ওই যে পার্লামেন্ট বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছো ওটাও তো মোদিজির অবদান। তার উপরে রাখা নতুন ধরনের অশোকস্তম্ভ তাঁরই কীর্তি। আমি আগামী ভারতে পিএইচডির বিষয় হব তো? এরকম নানাবিধ সম্ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার কথা ভাবতে ভাবতে নরেন্দ্র মোদির যেন ঘুমই হয় না। তিনি ঠিক নিশ্চিত হতে পারছেন না। তাই আট বছর পরও তাঁকে একের পর এক চমক দিতে হচ্ছে। একটানা ৪৮ ঘণ্টার কোনও গ্যাপ আমরা দেখিনি যে, নরেন্দ্র মোদি কোনও ঘোষণা করেননি কিংবা নিজের ও সরকারের প্রশংসা করেননি। 'প্রধানমন্ত্রী অনেকদিন কিছু বলেন না তো?' এরকম কোনও প্রশ্ন আমাদের মধ্যে কখনও আলোচনা হওয়ার সুযোগই দেন না তিনি। প্রতিদিন একটি নয়, অন্তত গড়ে তিনটি করে বক্তৃতা দেন। তিনি আলোচনায় থাকতে ভালোবাসেন। আমাকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে এই অ্যাটেনশন সিকিং মনস্তত্ত্বই মোদির চালিকাশক্তি। ইতিহাস বদলে দেওয়া একটি নেশা। কিন্তু কী আশ্চর্য! যে শাসকেরা এই নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছেন, ভারতের ইতিহাস তাঁদের খুব একটা সিরিয়াসলি নেয়নি। অনেককে নিয়েই পরবর্তীকালে হাসাহাসিই হয়েছে। অথবা ভুলেই গিয়েছে। রিমেক অথবা রিমিক্স আজও সঙ্গীতের ইতিহাসে মূলস্রোতে প্রবেশ করতে পারেনি। সাময়িক ঢেউ তুলেছে। সিডি, ক্যাসেট রেকর্ড পরিমাণ বিক্রিও হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ না সেই গায়ক গায়িকা নিজেদের মৌলিক কিছু উপহার দিতে পেরেছেন, তাঁদের কেউ মনে রাখেনি। আট বছরে শুধুই রিমেক আর রিমিক্স! আমরা অরিজিন্যাল কিছু পেলাম না। আগামী ভারত তাঁকে যাতে মনে রাখে সেটা চান মোদি। কিন্তু নতুন প্রজন্মের প্রবণতা হল মুভ অন। অর্থাৎ বেশিদিন একটি পেশা অথবা ইস্যুতে আটকে না থাকা। আগামী ভারতের আধুনিক প্রজন্মের কাছে এভাবে রিমেক আর রিমিক্স করে চিরস্থায়ী হওয়া দুষ্কর!

আনন্দকথা

গান গাইতে গাইতে সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হইল, গান চলিতে লাগিল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান — আর মার নাম করিতে করিতে সমাধিস্থ। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজেই নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন :

সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে,
মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে;
জ্ঞান শুঁড়িতে চোঁয়ায় ভাঁটী পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা;
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

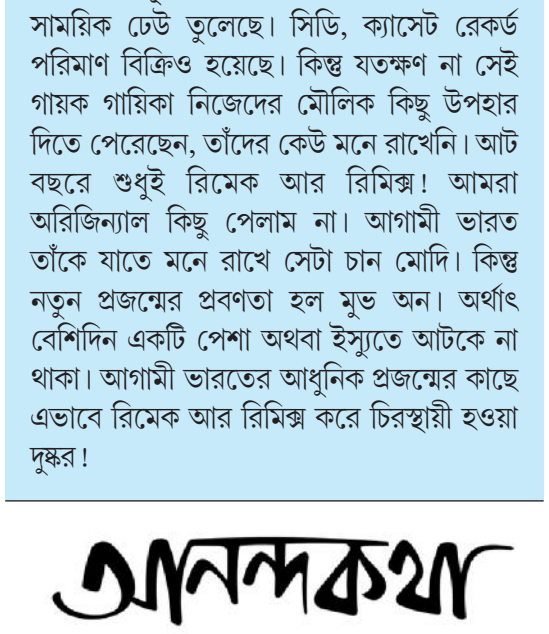

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

১৮৬১ *বিশিষ্ট চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার জন্মদিন।*
১৯৯৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ইশান কিষানের জন্মদিন।*

ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর আততায়ী হামলায় উদ্বিগ্ন ভারত

বিশ্ব শান্তির জন্য নরেন্দ্র মোদিকে অনুসরণ করা উচিত আমেরিকার

প্রদীপ মারিক

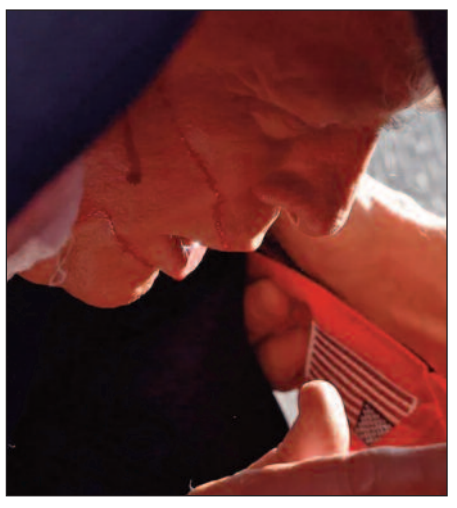

হোকনা তিনি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তবু ট্রাম্পের ওপর যে ভাবে আততায়ীরা বর্বরোচিত হামলা চালালো তা শুধু নিন্দনীয় নয় এককথায় নৃশংসনীয়। সন্ত্রাসবাদীদের কোন শ্রেণী - জাত থাকতে পারে না, আততায়ী আততায়ী-ই। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে সারা বিশ্বকে এক ছাতার তলায় আসতে হবে এবং বিশ্ব শান্তির জন্য নরেন্দ্র মোদির প্রচেষ্টাকে স্বার্থক করতে হবে। কারণ ভারত কোন দিন সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয় নি, দেবেও না। আমেরিকার পেনসিলভানিয়ার এক নির্বাচনী জনসভায় ট্রাম্প মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সেই সময় ভরা জনসভায় আচমকা তাঁর কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে বসে পড়েন তিনি, সমর্থকরা চিৎকার জুড়ে দেন। দেখা যায় ট্রাম্পের কান থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। নিরাপত্তাকর্মীরা ট্রাম্পকে দ্রুত একটি গাড়িতে তোলেন, তবুও তিনি মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে হার না মানার ইঙ্গিত দেন। হামলার ঘটনার নিন্দা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ট্রাম্প কে নিরাপদে বের করে আনার জন্য তিনি সিক্রেট সার্ভিসের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বললেন, 'আমার বন্ধু প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর হামলার ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। রাজনীতি ও গণতন্ত্রে সহিংসতার কোনো স্থান নেই। তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আমাদের চিন্তা ও প্রার্থনা নিহতদের পরিবারের, আহতদের জন্য রয়েছে, এবং আমেরিকান জনগণ প্রতিও রয়েছে ।' বিশ্ব শান্তি স্থাপনে মোদি একজন বিশ্ব নেতার মত কথা বললেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার বললেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমাবেশে মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে আমি আতঙ্কিত হয়েছি এবং আমরা তাকে এবং তার পরিবারকে আমাদের শুভকামনা জানাই। আমাদের সমাজে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই।' ঘটনার খবর পেয়ে টুইট করে নিন্দা করেছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও। তিনি জানিয়েছেন, মার্কিন গণতন্ত্রে রাজনৈতিক হিংসার কোনও জায়গা নেই। রাশিয়ার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন যে যদিও রাশিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর হত্যা প্রচেষ্টার জন্য বর্তমান মার্কিন প্রশাসনকে দায়ী করেনি, তবে এটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে যা আক্রমণকে উস্কে দিয়েছে। বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে ট্রাম্পকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরানোর একটা চেষ্টা চলছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বললেন, 'প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপর গুলি চালানোর ঘটনায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এটাকে মেনে নেওয়া যায় না, রাজনৈতিক সহিংসতা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়।' বিশ্বের সমগ্র রাষ্ট্রপ্রধানরা ট্রাম্পের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। নির্বাচনী জনসভায় প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর ভয়াবহ হামলা চালানো বন্দুকবাজের পরিচয় ফাঁস করলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ফেডেরাল ব্যুরো ইনভেস্টিগেশনের তরফে জানানো হয়েছে, পেনসিলভানিয়ায় বাটলারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর হামলা চালিয়েছিল ২০ বছরের এক যুবক। ট্রাম্প যেখানে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তার থেকে মাত্র ১২০ মিটার দূরে একটি বাড়ির ছাদে ছিল থমাস। সেখান থেকেই ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। থমাস পেনসিলভানিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস আধিকারিকদের গুলিতে তখনই থমাসের মৃত্যু হয়েছে। ট্রাম্পের উপর হামলার নেপথ্যে কী কারণ ছিল, তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনা ঘিরে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চলছে। আসলে আমেরিকাই সন্ত্রাসবাদীদের মাথায় তুলে রেখেছে। বিশ্বের প্রধান শক্তিধর দেশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নিজেরাই সন্ত্রাসকে জিইয়ে রেখেছে, এটা কোন সময় কাম্য নয়। আমেরিকার তীক্ষ্ণ নজরদারি ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের প্রগতিশীল লড়াইয়ের দিকে। কিন্তু তাদের সমস্ত আশা কে নিরাশায় পরিণত করে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত। আমেরিকা ভালো ভাবেই জানে মোদির নেতৃত্বের ভারতবর্ষ কোনদিন মাথা নোয়াবে না। সেই জন্যই কূটনৈতিক প্রস্থা নিয়েছে আমেরিকা। রাশিয়ার চির শত্রু আমেরিকা তাই নরেন্দ্র মোদির রুশ সফরকে নিয়ে এত কটাক্ষ করেছে। এতে কি আমেরিকার অবস্থা ভালো হয়েছে ! বরং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে মোদির গ্রহণ যোগ্যতা আরো বেড়েছে। মস্কো সফরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এজেন্ডাই ছিল দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের ভারসাম্য আনা। বাণিজ্যের গতি বজায় রাখতে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের জন্য একটি স্বীকৃত অর্থপ্রদান প্রক্রিয়া বা ডলারের বিকল্প মুদ্রা খুঁজে বের করা। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে ৬ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কুদানকুলাম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে রাশিয়া। কেন্দ্রের প্রথম দুটি ইউনিট (প্রতিটি ১ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন) ২০১৩ এবং ২০১৬ সালে চালু হয়েছে , আরো দুটি ইউনিটের নির্মাণ কাজ শেষের পথে এবং অন্য দুটির নির্মাণ ২০২১ সালে শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, রাশিয়া শব্দটি শুনে, প্রত্যেক ভারতীয়র মনে প্রথম যে শব্দটি আসে তা হল ভারতের সর্ব-আবহাওয়ার বন্ধু অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সাথী একজন বিশ্বস্ত মিত্রকে। মোদি এও বলেন, শীতকালে রাশিয়ার তাপমাত্রা যতই কম অর্থাৎ মাইনাসের নিচে থাকুক না কেন, ভারত-রাশিয়ার বন্ধুত্ব সবসময়ই 'প্লাস'-এ রয়ে গেছে এবং তা উষ্ণতায় ভরপুর। কারণ দুই দেশের সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর নির্ভরশীল। গত দুই দশকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন নরেন্দ্র মোদি। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ব্যক্তিগত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর মস্কোতে ২২ তম ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলন এক যুগান্তকারী নিদর্শন হয়ে রইলো। বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক প্রবাহের পটভূমিতে বৈঠকটি তাৎপর্য যে কি তা সহজেই অনুমান করা যায়। ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসনের জন্য ভারতের বিড এবং গালওয়ান সংকটের সময় সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে রাশিয়া ধারাবাহিকভাবে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে। বিগত ১০ বছরে ভারতে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী তার উল্লেখ করে বলেন, সমস্ত ভারতবাসীর কাছে এটা এক গর্বের বিষয়। কারণ তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে তাঁর সরকারের উদ্দেশ্য হল, ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বৃদ্ধি বিশ্বস্তরের বৃদ্ধির পরিপূরক। কারণ ডিজিটাল, ফিনটেক, সবুজ উন্নয়নের সাফল্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নে পরিপূরক হয়ে উঠেছে। মোদির রুশ সফরের দিকে যেমন নজর রেখেছে রাশিয়ার বরাবরের 'শত্রু'দেশ আমেরিকা, ঠিক তেমনই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মস্কো যাত্রাকে হাতিয়ার করে পশ্চিমী দুনিয়াকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে পুতিন প্রশাসনও। মোদির এই সফর নিয়ে খুশি ক্রেমলিন, রুশ প্রশাসনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভের দাবি, পশ্চিম দুনিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের দিকে চোখ মেলে আছে ঈর্ষান্বিত হয়ে। রাশিয়ার কাছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সফর। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা এবং তাতে দু দেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলে আশাবাদী রুশ প্রশাসন। মোদির এই সফর থেকে আরও সুসময়ের আশা দেখছে নয়াদিল্লিও। শুধু তাই নয়, মোদির রুশ সফর নিয়ে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন, রাশিয়ায় গিয়ে মোদি কি বক্তব্য রাখছেন, সে দিকে আমেরিকা নজর রেখেছে, ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্ব নিয়ে এরইমধ্যে দিল্লির কাছে তারা উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। ভারত হোক বা যে কোনও দেশ, যারা রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখছে, তারা অবশ্যই মস্কোকে জাতিসংঘের নির্দেশিকা মেনে চলার কথা মনে করিয়ে দেবে এই কথাই মনে করিয়ে দেন ম্যাথিউ মিলার। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার মূল লক্ষ্য আসলে কী ! তারা কি চাইছে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হোক ? মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন সাংবাদিকদের বলেছিলেন আমেরিকা দেখতে চায় এই যুদ্ধের পরিণতিতে রাশিয়া সামরিক শক্তির দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ুক। আমেরিকা দেখতে চায় রাশিয়া এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ুক যাতে ইউক্রেনে হামলার মত কাজ করার সক্ষমতা ভবিষ্যতে তাদের আর না থাকে। বিবিসির কূটনৈতিক জেমস ল্যান্ডেল বলছেন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্য সত্যিই বিস্ময়কর। কুয়ালালামপুরে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সমর-বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী মনে করেন, এই যুদ্ধে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের পাশাপাশি আমেরিকাও একটি পক্ষ এবং এই যুদ্ধ থেকে তারা যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় তা অন্য দুই পক্ষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ড. আলী যুক্তি দিয়ে বলেছেন, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মূল লক্ষ্য নিজ নিজ কিছু আঞ্চলিক এবং অভ্যন্তরীণ স্বার্থ উদ্ধার বা রক্ষা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য 'বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক'। আমেরিকা সহ ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি রাশিয়াকে কূটনৈতিক দুনিয়ায় একঘরে করার চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষ তা হতে দেবে না, বিশ্ব শান্তি স্থাপনের জন্য ভারত সব সময় কূটনীতিক প্রয়াস চালাতে ইচ্ছুক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বাইডেনের সুসম্পর্কই রয়েছে। ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার কথা আমেরিকা মনে করিয়ে দিলেও ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আমেরিকাকে জানানো হয়েছে যুদ্ধ ক্ষেত্র কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। ভারত সবসময় রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তির নীতিতে বিশ্বাসী তাই পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত করে। মস্কো সফরে যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই মোদি শুরু করলেন অস্ট্রিয়া সফর। প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রিয়ায় পৌঁছনোর আগেই সে দেশের চ্যান্সেলর নেহামার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, 'বিশ্বের সবথেকে বড় গণতান্ত্রিক দেশ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানাতে আমি উদগ্রীব।' নেহামারকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মোদি বললেন, 'উনিশ শতকে এখানেই ঐতিহাসিক ভিয়েনা কংগ্রেস হয়েছিল, যা ইউরোপে শান্তি ফেরাতে দিশা নির্দেশ করেছিল। মোদি দৃঢ় ভাবে বললেন, এই সময় যুদ্ধের নয়, কোনও নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানিকে মেনে নেওয়া যায় না, তা সে যেখানেই হোক, ভারত ও অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সাথে কথা বলে যত দ্রুত সম্ভব শান্তি ফেরানোর জন্য কূটনীতিতে প্রয়াস চালিয়ে যেতে চায়। ভারতবর্ষ বিশ্বকে জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ দেইনি, বিশ্বের কাছে গৌতম বুদ্ধের বাণী শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। আমেরিকা সহ পশ্চিম দেশ গুলোর উচিত বিশ্ব শান্তি স্থাপনের জন্য মোদির প্রচেষ্টাকে স্বার্থক করে তোলা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর যে হামলা হলো, তা কোন সময় কাম্য নয়। যে কোন মূল্যে প্রতিবেশী প্রত্যেকটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এবং বিশ্ব শান্তির জন্য নরেন্দ্র মোদিকে অনুসরণ করতে হবে আমেরিকা সহ বিশ্বের সব দেশকেই তাহলেই পৃথিবীতে শান্তি ফিরবে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জেলায় বর্ষা প্রবেশ করা মানেই জঙ্গলমহলের মানুষদের মাথায় হাত

সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে দাবি সভাধিপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রায় প্রত্যেক বর্ষাতেই জলের তলায় চলে যায় বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কের উপর সিমলাপালের শিলাবতী সেতু, ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা থেকে এবং যাতায়াত ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হতে হয় অগনিত মানুষদের। তাই চলতি বছরে বর্ষার আগমনে কপালে চিন্তার ভাজ দক্ষিণ বাঁকুড়ার একাংশ অর্থাৎ জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ বাঁকুড়ার মানুষদের শারীরিক অসুবিধা হলে উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য ছুটে যেতে হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটি সহ বিভিন্ন কলেজ বাঁকুড়া সদর বা সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত থাকায় প্রতিনিয়ত ওই জঙ্গলমহল এলাকার মানুষদের ছুটে আসতে হয় বাঁকুড়া শহরেই অথচ এই দক্ষিণ বাঁকুড়ার একাংশ মানুষের অন্যতম একটি প্রধান সমস্যা আজও বর্তমান। তাই আজও তারা অসহায় বোধ করেন জেলায় বর্ষার আগমন হলেই।

জানা যায়, কংগ্রেস আমলে তৈরি হয়

বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কের উপর সিমলাপালের শিলাবতী নদীর উপর শিলাবতী সেতু। আর এই সেতু বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কের সংযোগ সেতু হিসেবেই পরিচিত। সেতুটির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিনিয়ত সেতুর হাজার হাজার পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী গাড়ির পাশাপাশি অসংখ্য মানুষের যাতায়াত। সেতুটি তুলনামূলক থাকার কারণে প্রত্যেক বছরই প্রায়ই শিলাবতী নদীর জলস্তর বাড়লেই জলের তলায় চলে যায় সেতুটি। আর তখনই প্রশাসনিকভাবে বিপদ এড়াতে এই সেতুর উপর যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। সেতু থেকে জল না নামা পর্যন্ত সেতুর উপরার যাতায়াত ব্যবস্থা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বা দিনের পর দিন বন্ধ থেকেই যায়। যার জেরে বাঁকুড়ার সিমলাপাল, সারেঙ্গা ব্লক সহ রাইপুর ব্লকের একাংশ অর্থাৎ জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষ, রোগী ও ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে।

স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, বহুবার এমপি, এমএলএ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের জানিয়েও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। যখন এই সেতু জলের তলায় চলে যায় তখন সেতুর অপর প্রান্তে অর্থাৎ জঙ্গলমহলের মানুষদের কোনও মানুষদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। অন্যথায় সারেঙ্গা, রাইপুর ও সিমলাপাল এলাকার বাসিন্দাদের শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য ঘুরপথে প্রায় অতিরিক্ত ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি অতিক্রম করে পৌঁছতে হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে, ফলে রোগীর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। এই সমস্যা আজকের নয় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশি এমনটাও জানাচ্ছেন তিনি। তবে মাঝেমধ্যেই প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সেতুর মাপযোগ বা অন্য কিছুর তদারকি লক্ষ্য করা গেলেও কাজের কাজ কিছুই নেই। তাই আজও এই সমস্যা কাঁধে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে জঙ্গলমহলের একটা বড় অংশের মানুষদের।

অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে এই সরকার দান-খয়রাতির করে টাকা তছনছ করছে আর সে ক্ষেত্রে তো আসল উন্নয়ন থমকে যাবেই। এই সমস্যা আজকের নয় দশকের পর দশক ধরে চলছে এই সমস্যা। তবে সমস্যা সমাধানের কোনও প্ল্যান নেই প্রশাসনের দাবি বিজেপির। তিনি আরও দাবি করেন দক্ষিণ বাঁকুড়ার বুকে কোনও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নেই তাই মূল হাসপাতাল জেলার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যেতে হয় এই এলাকার মানুষদের শারীরিক অবস্থা অবনতি হলেই। আর বর্ষার সময় সিমলাপালের শিলাবতী সেতু জলের তলায় চলে যাওয়ায় তখন মানুষের শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে বাড়িতে বসে মরা ছাড়া কোনও উপায় নেই এমনটাই দাবি করছেন তিনি।

অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসুয়া রায় জানান, বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম ৯-নম্বর রাজ্য সড়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। আর এই রাস্তার উপর সিমলাপালের সেতু অনেকটা নিচে থাকায় বর্ষার সময় সেতুটি জলের তলায় চলে যায়। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের, তবে সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত চেষ্টা চলছে। যদি আমার পিরিয়ডে এই সমস্যার সমাধান করে যেতে পারি তাহলে হয়তো ভাবব জেলার জন্য কিছু যেতে পারলাম।

তারকেশ্বরে সেচ ও পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে তৃণমূলের নেতার বিরুদ্ধে উঠল বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: সরকারি জমি বেদখল নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই এবার মারাত্মক অভিযোগ তারকেশ্বর থেকে। অভিযোগ উঠেছিল সেচ ও পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণ করেছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। খবর পেতেই ভেঙে দিল পুলিশ। ঘটনা তারকেশ্বরের বালিগড়ি পঞ্চায়েতের জোৎশম্ভু এলাকার। বালিগড়ি পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য অনিল বাগ। তাঁর বিরুদ্ধেই উঠেছে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। অভিযোগ, তারকেশ্বরের জোৎশম্ভু এলাকায় সেচ ও পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে বেআইনি নির্মাণ করেছিলেন। সম্প্রতি সরকারি জায়গা দখল করে বেআইনি নির্মাণের খবর যায় তারকেশ্বর থানায়। খবর পেয়েই অ্যাকশনে নামে পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। ভেঙে দেওয়া হয় অবৈধ নির্মাণ। এদিকে এ ঘটনাকে শুরু করে এলাকার রাজনৈতিক

মহলের পাশাপাশি প্রশাসনিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। সুযোগ বুঝে তৃণমূলকে ছেড়ে কথা বলছে পদ্ম শিবির। তীব্র কটাক্ষ করেছেন এলাকার বিজেপি নেতা গণেশ চক্রবর্তী। তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেও পুলিশের ভূমিকায় প্রশংসা করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, তৃণমূল নেতারা কোনও আইন মানে না। তৃণমূল করলেই এদের স্পর্ধা বেড়ে যায়। অন্যদিকে তৃণমূলের তারকেশ্বর ব্লক সভাপতি প্রদীপ সিংহরায় বলছেন, সরকারের উর্ধ্বে কেউ নয়, সরকারি নির্দেশ সকলকে মানতে হবে। সে যেই হোক না কেন। যে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ উঠেছে সেই অনিল বাগের সাফাই, কারও সমস্যা করে তিনি কোনও নির্মাণ করেননি। এখন পুলিশ যা নির্দেশ দেবে তা তিনি মেনে চলবেন।

শ্যামপুরে বাল্যবিবাহ চিন্তা বাড়াচ্ছে প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: সামাজিক মাধ্যমের অপব্যবহার? আর্থিক পরিকাঠামোর দুর্বলতা? নাকি সচেতনতার অভাব? সমস্যা কোথায়? খুঁজতে হিমসিম হাওড়ার প্রান্তিক এলাকা শ্যামপুরের বিশিষ্ট মহল থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্তারা। জানা গিয়েছে, ইদানিংকালে শ্যামপুর থানা এলাকায় বাল্যবিবাহের ঘটনা বেড়ে গিয়েছে নজিরবিহীনভাবে। যা এই মুহূর্তে চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে প্রশাসনের। শ্যামপুর এক ও দুই ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বাল্য বিবাহ রোধের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কিছুতেই যেন রোধ করা যাচ্ছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শ্যামপুর এক ব্লকের এক আধিকারিক জানান, প্রথম দিকে বাল্য বিবাহের খবর পেয়ে প্রশাসন গিয়ে বন্ধ করে আসে। কিন্তু পরে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সেই বিবাহ হয়েছে এবং মেয়েটি অন্যত্র চলে গিয়েছে। ফলে কিছুই করার থাকছে না। শ্যামপুর জুড়ে এই প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন শ্যামপুরের বিধায়ক তথা প্রাক্তন শিক্ষক কালীপদ মণ্ডল থেকে শুরু করে অধ্যাপক গোবিন্দ বর্মন, অসিত সাউয়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। কিন্তু কেন? দেখা গিয়েছে মেয়েরাই এ ক্ষেত্রে এগিয়ে। কারো বয়স চোদ্দ, কারো পনেরো তো কারো আবার সতেরো। অধিকাংশ স্কুলে পড়তে পড়তে বিবাহের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।কম বয়সের আবেগের ফলে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় আসছে না। কিন্তু এই বিষয়ে সরকারি মনিটরিং যথেষ্ট বলেই মনে করছেন আধিকারিকরা। বাল্য বিবাহ রোধ করার জন্য নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর নিজস্ব পোর্টাল ক্ষ্মচাইল্ড ম্যারেজ রিপোর্টিং অ্যান্ড ট্রাকিং সিস্টেমক্ষ্ম রয়েছে। সেখানে ট্যাগ করা হয়েছে সব ব্লককে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপডেট দিতে হচ্ছে। শুধু বাল্য বিবাহ বন্ধ করেই বসে থাকা নয়, নিয়মিত নজরদারি এবং আপডেট দিতে হচ্ছে আধিকারিকদের। ফলে অতিরিক্ত চাপ বেড়েছে প্রশাসনিক কর্তাদের। কিন্তু তাতে ও কি বন্ধ করা যাচ্ছে? উল্লেখ্য, শ্যামপুর জুড়ে এমন অনেক দম্পতি দেখা যাবে যেখানে কন্যার বয়স আঠারোর কম। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও সঠিক সময়ে খবর না থাকাই এর কারণ বলে মনে করছে অনেকেই। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও দায়ী বলে অভিমত বিশিষ্টদের। তাই বাল্যবিবাহ নিয়ে চিন্তা বাড়ছে প্রশাসনিক কর্তাদের, একথা বলাই যায়।

অদক্ষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্বোধন করা হল কর্মসংস্থান পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শিল্প তালুক হলদিয়া ও খড়গপুরের পর পশ্চিম বর্ধমানে অদক্ষ শ্রমিকদের কর্ম সংস্থানের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে উদ্বোধন করা হল কর্ম সংবাদ নামক পোর্টাল।

বুধবার আসানসোলে শ্রমিক ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এই পোর্টাল আগামী অগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

উদ্বোধন শেষে আসানসোলের সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রম ও আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক, আইএন টিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসি পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক ও জয়েন্ট অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনার তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত।

মলয় ঘটক বলেন, অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে এই পোর্টাল চালু করা হল। এই পোর্টালের চেয়ারম্যান জেলাশাসক। এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার কারণে নিয়োগ ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ হবে। শুধু তাই নয়, নিয়োগ ক্ষেত্রে স্থানীয়দের প্রাধান্য দেওয়া হবে। মলয় ঘটক বলেন, দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার আসার পর ৯৫ টির উপর আইটিআই ও ২০ টির বেশি পলিটেকনিক কলেজ খোলা হয়েছে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে এই পোর্টাল চালু করা হয় ২০২২ সালে এবং ১৫ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮২৯ জন আবেদন করেন। যার মধ্যে ৭ হাজার ৪০০ ৬৭ জন কর্মে নিয়োগ হয়েছেন বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে। তিনি আরো বলেন, নিয়োগ হওয়া কর্মীদের পে স্লিপ দেওয়া বাধ্যতামূলক। যারা পে স্লিপ দেননি সেইসব সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, এই দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩৫ তারও বেশি শিল্প সংস্থা থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ইসিএল সেল আইএসপি ও ডিএসপির প্রতিনিধিরাও ছিলেন। এবং তারা প্রত্যেকেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এই আবেদনের জন্য জেলাশাসকের দপ্তর শ্রমিক ভবনে ড্রপ বক্সের ব্যবস্থা করা হবে। কর্মী নিয়োগে ইচ্ছুক ও কর্মপ্রার্থীরা প্রত্যেকে এই পোর্টাল তথ্য আপলোড করতে পারবেন।

খড়গপুরে বনমহোৎসবে প্রকৃতি বাঁচানোর ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সবুজের বার্তা ছড়িয়ে দিতে মঙ্গলবার খড়্গাপুর বনবিভাগের উদ্যোগে নিমপুরা আর্য বিদ্যাপীঠে 'বনমহোৎসব' উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পড়ুয়াদের সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বৃক্ষরোপণ করার পাশাপাশি, বন্যপ্রাণ ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করার বার্তা দেন বন প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, বিধায়ক দীনেন রায়, অজিত মাইতি, পরেশ মুর্মু, জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, মহকুমাশাসক পাটিল যোগেশ অশোক রাও, খড়গপুর বনবিভাগের ডিএফও মনীষ কুমার যাদব প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম সহ জঙ্গলমহল জুড়ে হাতির তাণ্ডব প্রসঙ্গে বন প্রতিমন্ত্রী বলেন, বনদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত সচেতনতার প্রচার চালানো হয়। তবে এটাও ঠিক,

জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনদের একটু বেশি সচেতন থাকতে হবে। কারণ, পশুকেও বাঁচাতে হবে, মানুষকেও বাঁচতে হবে। প্রকৃতি বাঁচাতে সকলের সহযোগিতা দরকার। প্রকৃতি বাঁচলে যেমন মানুষও বাঁচবে, তেমনি হাতি সহ বন্যপ্রাণীরাও ঠিক জায়গায় থাকবে। তাই প্রকৃতি বাঁচাতে বনদপ্তর সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

ছাতনার স্কুলে স্কুলে পড়ুয়াদের পরিবেশ রক্ষার পাঠ দিচ্ছেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: যে হারে বৃক্ষ ছেদন হচ্ছে সেভাবে বৃক্ষরোপণ হচ্ছে না। তাই পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। দিন দিন যেন আরো গরম হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী। পরিস্থিতি বুঝে সবুজের সমাহার বাড়াতে বৃক্ষরোপণ করা হলেও তা পরিচর্যার অভাবে বেশিরভাগই মারা যায়। একটি ছোট চারা গাছকে শুধুমাত্র রোপণ করে দিলেই হয় না, ছোট্ট চারা থেকে মহীরুহে পরিণত হতে প্রয়োজন পরিচর্যার। তাই গাছ লাগানোর পর গাছের পরিচর্যায় জোর দিয়েছেন ছাতনা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ ধল্ল। বাঁকুড়ার ছাতনার স্কুলে স্কুলে চলছে সবুজের অভিযান। সকাল হলেই বিভিন্ন স্কুলে বেরিয়ে পড়ছেন ছাতনার ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন

আধিকারিক। পড়ুয়াদের নিয়ে বিদ্যালয় চত্বরে রোপণ করছেন চারা গাছ এবং পাশাপাশি দিচ্ছেন পরিবেশ রক্ষার পাঠ। যে ছাত্র বা ছাত্রী চারা গাছ রোপণ করছে সেই চারা গাছে লেখা থাকছে তার নাম। একজন পড়ুয়া একটি গাছের অভিভাবক। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কথায়, বিদ্যালয়ে এসে পড়ুয়ারা পড়াশুনোর পাশাপাশি গাছেরও যত্ন নেবে, কচিকাঁচাদের পাশাপাশি বেড়ে উঠবে এই ছোট্ট ছোট্ট চারাগুলো। ছাতনার পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয়ে রোপণ করা হল ৫০ টি আমের চারা। প্রতিটি গাছের লেখা রইল রোপণকারী শিক্ষার্থীর নাম। ছোট্ট ছোট্ট চারা গাছ নিজের হাতে রোপন করে খুশি ছাত্র-ছাত্রীরাও।

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
কেম্পটি বেভারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U25111WB2010PTC147917) রেজিস্টার্ড অফিস ৭, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণি (ম্যাঙ্গো লেন), ২য় তল, রুম নং ১০৫, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **৪ জুলাই ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে '**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**' থেকে '**ঝাড়খন্ড রাজ্যে**' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
কেম্পটি বেভারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনিমেষ লোধা
(ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৭.২০২৪ ডিন - ০৮৪৬৯৯৯৬

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ.জে.সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মাহির ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U52190WB2011PTC170221) রেজিস্টার্ড অফিস ৪৭, স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, সোমবার ১৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৪৭, স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ
দরখাস্তকারীর পক্ষে
মাহির ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
তপন বীরেন্দ্র খান্ডেলওয়াল
তারিখ : ১৮.০৭.২০২৪ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন - ০৯৪০৪৯৪২

ফর্ম জি
পি এস আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
কলকাতায় আর্থ মুভিং মেশিনারি শিল্প পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	সিন নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U29244WB2006PTC108701 AADCP8704A
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৪০/২/১জেড লেক রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ভারত, ৭০০০২৯
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	ল্যান্ড এনএইচ-৬, নিবরা, অঙ্কুরহাটি চেকপোস্ট থানা - ডোমজুড়, মাকরদহ, হাওড়া-৭১১৪০৯ বা জে৭৪২+সি৮২, এনএইচ-৬, কামরাঙ্গু, আন্দুল, হাওড়া, নিবরা, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১৩০২
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	টাটা হিতাচি ক্রেন ডিলার শোরুম এবং রিপেয়ার
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয় (সিডি চালু সংস্থা নয়)
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	শূন্য (সিডি চালু সংস্থা নয়)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	তথ্যাদি পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : psearthibc@gmail.com বা manishbuchasiacs@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	প্রস্তাবক পেশাদারের নিকট ইমেল পাঠিয়ে বিস্তারিত পাওয়া যাবে psearthibc@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০২.০৮.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৩.০৮.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৮.০৮.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৯.০৮.২০২৪
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০৮.০৮.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৭.০৯.২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	psearthibc@gmail.com

দ্রষ্টব্য :
১) প্রস্তাবক পেশাদার ("আরপি")/ বিনিয়োগকারীগণের কমিটি ("সিওসি") যেকোনো সময়ে ইওআই-এর মানদণ্ড পরিবর্তন করার অধিকারী। ২) আরপি/সিওসি প্রক্রিয়াটি বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার আছে, সময়সীমা বা যোগ্যতার মানদন্ড কোনো কারণ এবং দায় ছাড়াই।
শ্রী মণীশ সন্তোষ বুচাসিয়া পিসিএস আইপি আরভি
প্রস্তাবক পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-002/IP-N00487/2017-2018/11449
পি.এস. আর্থমুভারস প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি অধীন)
এএফএ নং AA2/11449/02/271123/202376 বৈধ ২৮.১১.২০২৩ থেকে ২৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ১৮.০৭.২০২৪ **স্থান :** আহমেদাবাদ

সাধারণ ঘোষণা
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড কোড, ১০২ ধারা অধীন ("আইবিসি ২০১৬")
শ্রী সুমিত কুমার ডাবরিওয়ালা, ব্যক্তিগত জামিনদাতা, মেসার্স বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী সুমিত কুমার ডাবরিওয়ালা
২.	জামিনদাতা কর্তৃক প্রদত্ত কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রা. লি.
৩.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৯.০২.২০১৪
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টি নং আইডেন্টিফিকেশন নং	U45400WB2014PTC200347
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১, নিউ বাটা রোড, মহেশতলা কলকাতা - ৭০০১৪০
৬.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	৭সি, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০২০
৭.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি নির্দেশের শুরুর বিস্তারিত	নির্দেশ ঘোষিত ১৫.০৭.২০২৪ (সিপি আইবি নং ২৪৪/কেবি/২০২৩)
৮.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৫.০৭.২০২৪
৯.	প্রস্তাবক পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	শ্রী বৈভব খান্ডেলওয়াল IBBI/IPA-001/IP-02157/2020-21/13348
১০.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, টেম্পল চেম্বারস, ৪র্থ তল, রুম নং ৮০, কলকাতা - ৭০০০০১ vaaibhavkkhandelwal@gmail.com
১১.	প্রস্তাবক পেশাদারের সহিত যোগাযোগ এবং দাবি দাখিলের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, টেম্পল চেম্বারস, ৪র্থ তল, রুম নং ৮০, কলকাতা - ৭০০০০১ vaaibhavkkhandelwal@gmail.com
১২.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৮.০৮.২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি), কলকাতা বেঞ্চ উল্লেখ্য অর্ডার নং সিপি (আইবি) নং ২৪৪/কেবি/২০২৩ তারিখ ১৫.০৭.২০২৪ শ্রী সুমিত কুমার ডাবরিওয়ালা (ব্যক্তিগত জামিনদাতা কর্পোরেট ডেটর মেসার্স বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড ব্যক্তিগত জামিন সম্প্রসারিত করেছে) ১৫.০৭.২০২৪ তারিখ ধারা ৯৫(১) অধীনে তৎসহ পঠিত ধারা আইবিসি ২০১৬ ধারা ১০০।
শ্রী সুমিত কুমার ডাবরিওয়ালার পাওনাদারদের, এখানে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বোর্ড অফ ইন্ডিয়াতে দেওয়া ফর্ম বি (এর জন্য দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া কর্পোরেট ঋণদাতাদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টার) রেগুলেশন, ২০১৯ (আইবিবিআই ওয়েবসাইটে উপলব্ধ (https://ibbi.gov.in/ home/downloads) ০৮.০৮.২০২৪ বা তার আগে [এটি ইস্যু করার তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে প্রকাশনা] দফা নং ১০ এ উল্লেখিত ঠিকানায় রেজোলিউশন পেশাদারের কাছে।
১. পাওনাদাররা ইলেকট্রনিক উপায়ে বা হাতে বা নিবন্ধিত পোস্ট বা গতির মাধ্যমে তাদের দাবি জমা দিতে পারে পোস্ট বা কুরিয়ারে।
২. উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দাবিগুলি ছাড়াও, পাওনাদারকে রেজোলিউশন প্রদান করতে হবে পেশাদার, ব্যক্তিগত তথ্য এবং ফর্ম বি-তে উল্লিখিত এই জাতীয় বিবরণ (আইবিবিআই-এ উপলব্ধ ওয়েবসাইট https: //ibbi.gov.in/home/downloads এ)
দ্রষ্টব্য : প্রমাণ সহ মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবি জমা দিলে জরিমানা বা কারাদণ্ড হতে পারে দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, ২০১৬ এর বিধান অনুসারে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অধীনে।
স্বা/-
শ্রী বৈভব খান্ডেলওয়াল
প্রস্তাবক পেশাদার
শ্রী সুমিত কুমার ডাবরিওয়ালা- ব্যক্তিগত জামিনদাতা বিষয় সম্পর্কিত
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, টেম্পল চেম্বারস,
৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
তারিখ : ১৮ জুলাই ২০২৪ আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-02157/2020-21/13348
স্থান : কলকাতা চুক্তির অনুমোদন বৈধ ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত

IDBI BANK
আইডিবিআই হাউস ৪৪ শেক্সপীয়র সরণি কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন : (+ ৯১ ৩৩)৬৬৫৫৭৭৪৬ CIN : L65190MH2004GOI148838
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**, অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ** ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে **ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে** ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**, এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	সম্পত্তির বর্ণনা
১	শ্রী শাহাবুদ্দিন ফারুক (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি সাহেরা বিবি (সহঋণগ্রহীতা) অ্যাকাউন্ট নং ০০৬০৬৭৫১০০০৮২০২২ ০০৬০৬৭৫১০০০৮২০৬৮ ০০৬০৬৭৫১০০০৮২০৩১ ০০৬০৬৭৫১০০০৮২০৯৫	১) ৩০.০৮.২০২৩ ২) ১২.০৭.২০২৪ ৩) ২৩,১৭,৬৫০ টাকা (তেইশ লাখ সতের হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা) ০৯.০৪.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ বকেয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ৭ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বাসুদেবপুর, এলআর খতিয়ান নং ১২১০(পুরানো), ২৫১৬ (নতুন), আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২৪০, জেএল নং ৫, তৌজি নং ১১, থানা এবং এডিএসআর অফিস দেগঙ্গা, চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : বেলাত আলি মন্ডল, দক্ষিণে : মোক্তার আলি মন্ডল, পূর্বে : সওকত আলি মন্ডল, পশ্চিমে : মানিক আলি মন্ডল, সম্পত্তিস্থিত যাবতীয় নির্মাণ সমুদয়।
২	শ্রী তাইয়াব আলি সর্দার (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি আশমা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা) অ্যাকাউন্ট নং ০০৬০৬৭৫১০০০৬৯৪০১	১) ১৬.০৩.২০২৪ ২) ১২.০৭.২০২৪ ৩) ৫৫,১৭,২৪২.৪৯ টাকা (পঞ্চান্ন লাখ সতের হাজার দুশো বিয়াল্লিশ টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) ০৯.১২.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ বর্তমানে হরিপুর, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক খতিয়ান নং ২৬৩, আরএস খতিয়ান নং ২৬৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৭৭, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৩৪৫৮, আরএস দাগ নং ৬৫৬, এলআর দাগ নং ১৬০৯, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৪৭, স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এবং সম্পত্তিস্থিত সমুদয় নির্মাণ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমন্বিত।
৩	শ্রী তাইয়াব আলি সর্দার (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি আশমা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা) অ্যাকাউন্ট নং ০০৬০৬৭৫১০০০৭২২১০ ০০৬০৭৫১০০০৫৮৫০২	১) ১৬.০৩.২০২৪ ২) ১২.০৭.২০২৪ ৩) ১,০৩,১১,৮৮৭.৪০ টাকা (এক কোটি তিন লাখ এগার হাজার আটশ সাতাশি টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) টাকা ০৯.১২.২০২৩ অনুযায়ী এবং ৮,৮৮,৮২৪.৪৭ টাকা (আট লাখ অষ্টআশি হাজার আটশ চব্বিশ টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা) এবং ১০.১২.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ ১০.১২.২০২৩ এবং ১১.১২.২০২৩ থেকে, মোট ১,১২,০০,৭১১.৮৭ টাকা (এক কোটি বারো লাখ সাতশ এগার টাকা এবং সাতাশি পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৬ ডেসিমেল , এডিএসআর অফিস কাকদ্বীপ , মৌজা : কাকদ্বীপ, তৌজি নং ২৭৩২, জেএল নং ৩৯, আরএস দাগ নং ৩০৪, এলআর দাগ নং ৮১১, আরএস খতিয়ান নং ৫২৬, এলআর খতিয়ান নং ৬০৭৭,থানা : কাকদ্বীপ, স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : জমির অবশিষ্ট অংশ দাগ নং ৩০৪; পূর্বে : আরফত মিস্ত্রির সম্পত্তি; পশ্চিমে : জাবেদ আলি খান এর সম্পত্তি। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিস্থিত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় নির্মাণ সমুদয়।

তারিখ : ১৮.০৭.২০২৪ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.এর পক্ষে**
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ **অনুমোদিত অফিসার**

সবজির কালো বাজারি রুখতে ময়দানে মালদার মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সবজির কালোবাজারি রুখতে এবারে তদারকি চালালেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। বুধবার সাতসকালে মালদা শহরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র পুর বাজারে অভিযান চালান জেলাশাসক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবাহুতি ইন্দ্র সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। সবজির মার্কেটের খুচরো বিক্রেতারা লাগাম ছাড়া দাম ক্রেতাদের কাছ থেকে নিচ্ছেন, এমন অভিযোগ বিভিন্ন স্তর থেকেই উঠে আসছিল। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এদিন জেলাশাসকের এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সবজি বিক্রেতাদের সঙ্গে এদিন কথা বলেন জেলাশাসক। এছাড়াও ডিম, মাছ-মাংসের দামের বিষয়েও খোঁজখবর নেন জেলাশাসক সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। মালদার ইংরেজবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজার এলাকায় রয়েছে সবজির পাইকারি বাজার। সেখান থেকেই খুচরা বিক্রেতারা যেসব সবজি কিনে আনছেন এবং খোলা বাজারে বিক্রি করছেন তার রশিদ দেখেন প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

এদিন সংশ্লিষ্ট বাজারের এক পোলট্রি মুরগির ডিম বিক্রেতা বলেন, বর্ধমান থেকে পাইকারি দরে ডিম আসে মালদার বাজারে। প্রতিপিস ডিমের দাম ৫ টাকা ৯৫ পয়সা হিসাবে তাদের কিনতে হয়। কিন্তু খোলা বাজারে তারা ৬ টাকা ৫০ পয়সা মূল্য ধরেই বিক্রি করছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পোল্ট্রি ডিমের দাম ৭ টাকা থেকে সাড়ে সাত টাকা দাম নিচ্ছে বলেও একাংশ বিক্রেতারা স্বীকার করেছেন।

বেশ কিছু সবজি বিক্রেতারা বলেন, শসা, পটল, আলু, পিঁয়াজ সহ বেশ কিছু সবজির দাম যাতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে সেই উদ্যোগ নিয়েছে মালদার ইংরেজবাজার রেগুলেটেড মার্কেটের সবজি ব্যবসায়ীরা। তাঁদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট দাম দিয়েই সবজি কিনে খুচরো বাজারে বিক্রি হচ্ছে। তবে কোথাও কোথাও বিক্রির ক্ষেত্রে অনিয়ম করা হচ্ছে। এদিন জেলাশাসক মালদা শহরের খুচরো বাজারে সবজি সহ বিভিন্ন নিত্য প্রজনীয় সামগ্রীর বিক্রির ক্ষেত্রে খোঁজখবর নিয়েছেন।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, বর্ষার মরশুমে বিভিন্ন সবজির দাম যাতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে, তার জন্য এদিন মালদা শহরের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র পুর বাজারে অভিযান চালানো হয়েছে এবং খুচরো বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। পাইকারি বাজার থেকে তারা কি দরে সবজি কিনছেন, তার রসিদ খতিয়ে দেখা হয়েছে। সবজি বিক্রেতাদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রির দাম জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাইকারি বাজারের থেকে যে দরে প্রত্যেক বিক্রেতারা সবজি কিনছেন, তার রসিদ যেন নিজেদের কাছে রাখেন। যেকোনো সময় সেই সব রশিদ তদারকি করে দেখা হবে। কারণ, পাইকারি বাজার থেকে সবজি নিয়ে আসার পর খুচরো বাজারে লাগামহীন দাম চাইলে তা বরদাস্ত করা হবে না। এদিন বাজারে পরিদর্শন করার সময় একথাও বিভিন্ন বিক্রেতাদের জানানো হয়েছে। এই ধরনের অভিযান এখন লাগাতার চালানো হবে।

মগড়ায় রথ দেখতে গিয়ে রহস্য মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ছাত্রের রহস্য মৃত্যুতে চাঞ্চল্য। রথ দেখতে বেরিয়ে রহস্য মৃত্যু স্কুল ছাত্রের। পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই ছাত্রের। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগড়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে পাণ্ডুয়ার খন্যান পণ্ডিত পাড়ার বাসিন্দা নবম শ্রেণির ছাত্র অর্পণ পণ্ডিত বন্ধুদের সঙ্গে উল্টোরথ দেখতে যায়। কিন্তু রাত হয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেনি অর্পণ। ছেলেকে খুঁজতে খন্যান চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন অর্পণের বাবা ধনঞ্জয় পণ্ডিত। সেই সময় দেখেন অর্পণের তিন বন্ধু অটো করে বাড়ি ফিরছে। অর্পণের বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করেন ধনঞ্জয়। কিন্তু অর্পণের বন্ধুরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি বলে দাবি তাঁর। এরপর ছেলের বন্ধুদের নিয়েই মগড়া থানায় যান অর্পণের বাবা। থানায় গিয়ে জানতে পারেন এক কিশোরকে পুলিশ আহত অবস্থায় উদ্ধার করে মগড়া হাসপাতালে

নিয়ে গিয়েছে। এরপর হাসপাতালে গিয়ে আহত অবস্থায় নিজের ছেলেকেই দেখতে পান তিনি। অবস্থার অবনতি হওয়ায় মগড়া থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় অর্পণকে। সেখানেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনায় মৃত ছাত্রের বাবা ধনঞ্জয় পণ্ডিতের অভিযোগ, অর্পণকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে এবং এই ঘটনার জন্য তাঁর ছেলের বন্ধুরাই দায়ী। ঘটনায় অর্পণের মা পম্মা পণ্ডিত জানান, তাঁর ছেলে রথ দেখতে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে আর ছেলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেননি। অর্পণের শরীরে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে বলেও দাবি করেন তার মা। ঘটনার অর্পণের মায়ের অভিযোগ, ছেলের ৩ বন্ধু মিলেই খুন করেছে তাকে। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে যে তিন বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাদের মধ্যে একজনের মা আল্পনা ধারা বলেন, 'ওই ছেলেটা (অর্পণ) আমার ছেলের থেকে গাড়ির চাবি চায়। তারপর গাড়িটা নিয়ে যায়। কিন্তু তারপর থেকেই আর ওই ছেলেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' এদিকে এই ঘটনায় হুগলি গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার বলেন, 'পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।' একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'পরিবার যা অভিযোগ করবে, সেটিও খতিয়ে দেখা হবে।' ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

গাইঘাটার ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: গাইঘাটার ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য যোগ দিল তৃণমূলে। পঞ্চায়েত হাতছাড়া হল গেড়ুয়া শিবিরের। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা ব্লকের ফুলসারা গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৪টি আসনের মধ্যে ১১ টি আসন পায় তৃণমূল কংগ্রেস ১ নির্দল এবং ১২ টি পায় বিজেপি। পরবর্তীতে একজন নির্দল সদস্য যোগ দেয় তৃণমূল কংগ্রেসে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ ও বিজেপির ১২ টসে জিতে পঞ্চায়েতে প্রধান হয় বিজেপির টুসি রায় সেন এবং উপপ্রধান হয় তৃণমূল কংগ্রেসের রজত মিত্র। বুধবার বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে এসে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের হাত দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে নেয় ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত পাঁচপোতা ঢাকাপাড়া ১২৮ নম্বর পার্টের পঞ্চায়েত সদস্য হরষিত বিশ্বাস। ফলে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে ফুলসড়া পঞ্চায়েতে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে বিজেপি। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিয়ে হরষিত বিশ্বাস জানিয়েছেন, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য হয়ে কাজ করতে পারছিলাম না। রাস্তা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করতে হচ্ছিল। কাজ করার জন্য আমি তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিলাম। বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত আমরা দখল করলাম। আগামীতে বিজেপির দখলে থাকা আরো তিনটি পঞ্চায়েতের সদস্যরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবে। আমাদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করছে। দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বে নির্দেশ পেলেই যোগদান করব। বিজেপির বনগাঁ দক্ষিণ মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষের দাবি, তাদের পঞ্চায়েত সদস্যকে অর্থের বিনিময়ে কিনেছে তৃণমূল। একই সঙ্গে তিনি হরষিত বিশ্বাসকে আক্রমণ করে বলেন, উনি একজন মাস্টার মানুষ আমি জানতাম ভালো কিন্তু উনার এত অর্থের লোভ জানা ছিল না। উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট টাকা আনা হয়েছিল পঞ্চায়েতে। এই যোগদানের ফলে উন্নয়ন থমকে যাবে।

সুফল বাংলার মাধ্যমে কম দামে সবজি বিক্রির ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কাঁচা অনাজের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে এবার জেলা প্রশাসনের তরফে সুফল বাংলার মাধ্যমে কম দামে কাঁচা আনাজ বিক্রির ব্যবস্থা করা হল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের পাওয়ার হাউস এলাকায় সুফল বাংলার ভ্রাম্যমাণ স্টলের বাজারের থেকে অনেকটাই কম দামে সবজি কিনতে পেরে খুশি ক্রেতারা।

উল্লেখ্য, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। সবজির মূল্য বৃদ্ধির ফলে মাথায় হাত আমজনতার। সবজি-আনাজের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় মধ্যবিত্তের পকেটে টান পড়েছে। এমত অবস্থায় সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন বাজারদর কমাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই প্রতিটি জেলায় টাস্ক ফোর্সের অভিযান আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়। আর এবারে এই অবস্থা থেকে খানিকটা রেহাই দিতে বালুরঘাট শহরের পাওয়ার হাউস এলাকায় সুফল বাংলার ভ্রাম্যমাণ স্টল চালু করল জেলা প্রশাসন। বাজারে যা দাম, তার থেকে অনেকটাই কম দামে এখানে বিক্রি হচ্ছে সবজি। জানা গিয়েছে, আলু ২৬ টাকা প্রতি কেজি, পেঁয়াজ প্রতি কেজি ৩৮ টাকা দরে বিক্রয় করা হচ্ছে। সুতরাং আমজনতা খানিকটা কম দামে সবজি কিনতে পারছেন। এদিন সুলভ মূল্যে সবজি ও আনাজ ক্রয় করতে অনেক লোক ভিড় জমান।

এ বিষয়ে ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার মার্কেটিং অচিন্ত্য তোকদার বলেন, 'সাধারণ লোকেদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বালুরঘাট এবং গঙ্গারামপুর এই দুই জায়গায় এই স্টল চলছে। এখানে আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মিষ্টি কুমড়ো, পটল, ঝিঁঙে প্রভৃতি বিক্রি হচ্ছে। যতদিন না বাজার দর নিয়ন্ত্রণে আসছে ততদিন এটা চলবে।'

প্রিজন ভ্যান থেকে যুবতীকে অপহরণের চেষ্টা, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: প্রিজন ভ্যান থেকে যুবতীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় দু'জনকে আটক করল পুলিশ। ধৃতদের বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে তোলা হলে পুলিশ তাদের একদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে ওই যুবতী এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায় পরবর্তীতে এই বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় যুবতীর পরিবারের তরফে। সেই ঘটনায় ওই যুবতী তপন থানায় আত্মসমর্পণ করে। আইন মোতাবেক আদালতে পেশের আগে যুবতীর শারীরিক পরীক্ষার জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তপন থানার পুলিশের তরফে। শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় অনেকটা সিনেমার মতোই চারটি গাড়িতে করে এসে পুলিশের কাছ থেকে ওই যুবতীকে ছিনিয়ে গাড়ি করে নিয়ে চলে যায় যুবতীর পরিবারের লোকেরা সহ বেশ কয়েকজন। শুধু তাই নয় প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত, ওই যুবতীকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিজেদের গাড়িতে তোলার সময় কর্তব্যরতে পুলিশকে মারধরও করেন তাঁরা। অন্যদিকে, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ ও বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা।

সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ গঙ্গারামপুর এলাকা থেকে ওই যুবতীকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি ওই যুবতীর মা ও গাড়ির চালককে আটক করে পুলিশ। এদিন স্বয়ং বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজার উপস্থিতিতে ধৃতদের জেলা আদালতে তোলা হয়।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী সুদীপ্ত দাস জানান,

'প্রিজন ভ্যানে তোলার আগে ওই যুবতীকে তাঁর মা ও ভাই পুলিশের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। সেই ঘটনায় ওই যুবতীর মা এবং গাড়ির ড্রাইভারকে পুলিশ আদালতে তোলে। বিচারক তাদের একদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পৃথিবীর প্রাণবায়ু ফেরাতে এবার বৃক্ষরোপণে এগিয়ে এল মাতৃ শক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: যখন এক দিকে দেখা যায় তীব্র দাবদাহের মধ্যে গাছ মাফিয়ারা একের পর এক গাছ কেটে চলেছে। যেমন কিছুদিন আগেই দেখা গিয়েছিল জামুড়িয়ার বাহাদুরপুর অঞ্চলের চাকদোলা গ্রামের এক ব্যক্তি বনদপ্তরের থেকে ২৬ টি গাছ কাটার অনুমতি পেয়েছিল। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই ব্যক্তি ৫৪টি আম গাছ কেটে ফেলেছিলেন। যদিও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ, জামুরিয়া পঞ্চায়েত সমিতির বন ভূমি কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথ শেঠ।

বর্ষার শুরু হতেই চারিদিকে চলছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, সেইমতো পিছিয়ে নেই জামুড়িয়ার চিচুড়িয়ার আরএন কোলোনির মাতৃ শক্তিও। জামুড়িয়ার চিচুড়িয়ার রবীন্দ্র ভবন কলোনিতে মাতৃ শক্তিরা এগিয়ে এল বৃক্ষরোপণের কাজে। এদিন মাতৃশক্তি প্রায় ১৫০ টি চারা রোপনের কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়। যার মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, মেহগনি, শাল, কৃষ্ণচূড়া, রাধা চুড়া, শিশু, কদম, নারকেল ইত্যাদির মতো গাছ এদিন লাগানো হয়।

ভুয়ো পুলিশ অফিসার পরিচয়ে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভুয়ো পুলিশ অফিসার পরিচয় দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুখুরিয়া থানার পুলিশ। রীতিমতো পুলিশি পোশাকে পুখুরিয়া থানার আড়াইডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকরা গ্রামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেই গিয়ে হুমকি দেয় অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়। এরপরই একা ওই ভুয়ো পুলিশ অফিসারকে গ্রামের আটকে রাখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় পুখুরিয়া থানায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই প্রকৃত রহস্য উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আনোয়ারুল হক, তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায়। পুখুরিয়া এলাকার লোকরা গ্রামেরই একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। ওই ব্যক্তি এদিন রীতিমতো পুলিশি পোশাক পড়ে ওই মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে তাদের পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেয়। পরিবারের লোকেরা ভয় পেয়ে আশেপাশের গ্রামবাসীদের জড়ো করে। তখনই এলাকার মানুষের সন্দেহ হয়। এরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে গ্রেপ্তারের পর বুধবার চাঁচল আদালতে পেশ করা হয়েছে।

ছেলেধরা সন্দেহে মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ফের ছেলেধরা সন্দেহে এক মহিলাকে গাছের সাথে বেঁধে মারধর করার অভিযোগ উঠল এলাকার মহিলাদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে, নদিয়ার শান্তিপুর থানার গোবিন্দপুর উত্তরপাড়া এলাকায়। মহিলাকে ছেলেধরা সন্দেহে গাছের সঙ্গে বেঁধে মারধর করার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বুধবার সকাল হতেই এক মহিলা শান্তিপুর গোবিন্দপুর উত্তরপাড়া এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন।তখনই তাকে ছেলে ধরা সন্দেহে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে মারধর করার অভিযোগ উঠল এলাকার মহিলাদের বিরুদ্ধে। মহিলার কাছে থাকা একটি ব্যাংক থেকে টাকা পয়সা, বই, খাতা, কলম ইত্যাদি জিনিস পাওয়া গেলে আরও সন্দেহ বাড়ে এলাকাবাসীর। তারপর তার ওপর নির্যাতন শুরু হয় বলেই জানা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় থানায়। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন। কিছুদিন আগে শান্তিপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এবং মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ার কারণে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যায়। তারপরই এদিন শান্তিপুরের গোবিন্দপুর উত্তরপাড়া এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন।তখনই এলাকাবাসী তাকে ছেলে ধরা সন্দেহে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে। যদিও পরবর্তীতে পুলিশের তরফে ওই মহিলাকে তার পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলার বাড়ি শান্তিপুর থানার হরিপুর সাহেবডাঙা এলাকায়। আবারও এই ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে এলাকায় প্রচার চালানো হচ্ছে। যদিও মারধরের ঘটনা কিভাবে ঘটেছে তার তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

মহরম উপলক্ষ্যে মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: প্রতি বছরের মতো এবছরও মহরম উপলক্ষ্যে বুধবার বংশীহারী ব্লকের পীড়তলা এলাকায় মেলা বসে। মহরম উপলক্ষ্যে এদিন সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বুনিয়াদপুর এর পীড় তলা এলাকায় (বুড়া পীড়) এদিন লাঠি খেলার আয়োজন করাহয়েছিল। দূর দূরান্ত থেকে বহু ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন সকাল থেকেই পীরতলায় কারবালার মাঠ প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হতে শুরু করে।

জানা গেছে, এই মহরম উৎসবে জাতি ধর্ম নির্বশেষে মাটির ঘোড়া এবং সিন্নি চরানোর প্রথা রয়েছে। পাশাপাশি, লাঠিখেলা দেখার জন্য জাতি, বর্ণ এবং ধর্ম নির্বিশেষে রাস্তার দু'পাশে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। বাচ্চাদের খেলনার দোকান, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খুরমা, বাতাসা, জিলেপি, সহ ভিন্ন তেলেভাজা, মিষ্টান্ন, ইমিটেশনের সামগ্রী ও বিনোদনের নানা পসরা নিয়ে আয়োজিত এই মেলায় আশেপাশের প্রচুর লোক ভিড় জমান।

কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মেলা চত্বরে মোতায়েন রয়েছে জেলা পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দপ্তর কর্মীরা। পাশাপাশি প্রথম থেকে পুরো বিষয়টির উপরে নজর রাখছেন বংশীহারী থানার পুলিশ। এইদিন নানান রঙের রকমারি তাজিয়া দেখতে ভিড় জমান খুদে থেকে শুরু করে এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

উল্লেখ্য, প্রায় চোদ্দশো বছর আগে আরব মুলুকের কারবালা প্রান্তরে বিশ্বনবী হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেনের সপরিবার নির্মম হত্যাকাণ্ডের স্মরণে বিশ্বব্যাপী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই দিনটি পালন করেন।

এ বিষয়ে পীড়তলা এলাকার বাসিন্দা সৌমেন সিংহ জানান, মহরমের মেলা উপলক্ষ্যে হিন্দু, মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে সামিল হন। মহরমকে ঘিরে এখানে এক সম্প্রীতির ছবি দেখা যায় প্রতিবছর।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভ্রাম্যমাণ বায়ো টয়লেট গোঘাটের রঘুবাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার মধ্যে প্রথম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভ্রাম্যমাণ বায়ো টয়লেট চালু হতে চলেছে গোঘাটের রঘুবাটি অঞ্চলে। এই প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। ইতিমধ্যেই মল সংরক্ষণের জন্য জায়গা চিহ্নিত করণ থেকে শুরু করে আধুনিক পদ্ধতিতে মল সংরক্ষণের পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে রঘুবাটি অঞ্চলে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে তৎপর স্থানীয় পঞ্চায়েত। ইতিমধ্যে হুগলি জেলা প্রশাসন ও আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরেই কাজ শুরু হয়।জানা গেছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই বায়ো টয়লেট ঘুরে বেরাবে রাস্তার মধ্যেই। পথচারীদের যত্রতত্র শৌচক্রিয়ার ফলে যে দূষণের সৃষ্টি হয় তা বন্ধ করতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, মেলা, স্কুল থেকে মল

সংগ্রহ করা হবে এবং বড় জমায়েত হলে সেই জায়গায় ভ্রাম্যমাণ বায়ো টয়লেট বিশেষভাবে কাজে লাগানো হবে। আর এই মল সংগ্রহ করার পর প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সার তৈরি করার পাশাপাশি শোধিত জলকে চাষের কাজে লাগানো হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, হুগলি জেলা ইতিমধ্যেই মগরা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত চন্দ্রহাটি ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয় এই বায়োটয়লেট গাড়ি। গাড়িগুলোর এক একটির মূল্য ২২ লক্ষ টাকা করে বলে জানা গেছে। হুগলি জেলাকে অনেকদিন আগেই নির্মল জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তারপরেও অভিযোগ আসছিল, অনেকেই নিয়ম না মেনে রাস্তাঘাটে ফাঁকা জায়গা পেলেই শৌচকর্ম করছেন। এই ভ্রাম্যমাণ বায়ো টয়লেটের হাত ধরে সেই সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়ে গোঘাটের রঘুবাটি অঞ্চলের প্রধান রাজু মালিক বলেন, পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতেই এই প্রয়াস। সেই লক্ষ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। এখন দেখার এই প্রকল্প রঘুবাটি অঞ্চলে কতদিনে বাস্তবায়িত হয়।

লক্ষ্মীর ভান্ডারের পথে শিন্ডে সরকার, মহারাষ্ট্রে পুরুষের জন্য ‘লাডকা ভাউ’

মুম্বই, ১৭ জুলাই: পোশাকি নাম ‘লাডকি বহু’। আদতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রকল্পের নতুন মরাঠা সংস্করণ। সে রাজ্যের ‘মহাদ্যুতি’ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বুধবার বেকারদের আর্থিক অনুদান চালুর ঘোষণা করলেন। আগামী অক্টোবরে মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। শিন্ডেসেনা-বিজেপি-এমসিপি (অজিত) জোট সরকার এ বার ওই প্রকল্পের উপর ভর করেই ‘ভোট বৈতরণী’ পার হতে চাইছেন বলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের ধারণা।

মমতার ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রকল্পের অনুকরণে মহিলাদের আর্থিক অনুদান কর্মসূচি, ‘লাডকি বহিনী যোজনা’ আগেই চালু করেছে শিন্ডে সরকার। ওই প্রকল্পে ৫, ৫০০ টাকা অর্থসাহায্য পান মহিলারা। এ বার কর্মহীন যুবকেরাও একই অঙ্কের টাকা ‘ইন্টার্নশিপ’ বাবদ পাবেন বলে জানিয়েছেন

মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে। বুধবার পান্ধারপুরে এক জনসভায় তিনি বলেন, ‘অনেকে প্রশ্ন করেন, আপনি লাডকি বহিনীর জন্য কাজ করেছেন, লাডকা ভাউ (প্রিয় ভাই) সম্পর্কে কী করেছেন? তাই, আমরা এখন লাডকা ভাউয়ের জন্যও নতুন কর্মসূচি চালু করছি।’

প্রসঙ্গত, মমতার লক্ষ্মীর ভান্ডারের অনুকরণে গত বছর মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা ভোটের আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ‘লাডলি বহেন যোজনা’ চালু করেছিলেন। কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া চালু করেছিলেন ‘গৃহলক্ষ্মী’ প্রকল্প। এ বার এক ধাপ এগিয়ে শিন্ডে মহারাষ্ট্রে আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করলেন পুরুষদেরও। এর আগে চলতি বছর বাজেট প্রস্তাবেই মহিলাদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছিল সে রাজ্যে।

অসমে ‘৪০ শতাংশ’ মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে উদ্বেগে হিমন্ত

গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই: অসমের জনবিন্যাসে বদল এবং মুসলিম জনসংখ্যায় বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন খোদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলছেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার জন্য জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার।’ হিমন্ত বলছেন, এটা রাজনৈতিক ইস্যু নয়। গভীরভাবে চিন্তার বিষয়।

অসমের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ‘১৯৫১ সালে অসমের মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ ছিল মুসলিম। সেটা বাড়তে বাড়তে এখন ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে বহু জেলা আমাদের হাতছাড়া হয়েছে। এটা আমার জন্য রাজনৈতিক ইস্যু নয়। এটা জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার।’ বস্তুত অসমে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে হিমন্তর উদ্বেগ নতুন কিছু নয়। দিন কয়েক আগেই তিনি বলেছিলেন, ‘একটা নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষ যেভাবে অপরাধমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে, সেটা যথেষ্ট উদ্বেগের।’

বস্তুত, অসমে ক্রমশ হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ছে, সেটার প্রমাণ রয়েছে সরকারি পরিসংখ্যানেই। এর একটা বড় কারণ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ। অভিযোগ, সীমান্তের

ওপার থেকে বহু বাংলাদেশি মুসলিম এপারে এসে বেআইনিভাবে এদেশের নথি তৈরি করে এদেশেই বসবাস শুরু করেছেন। যার জেরে উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে বাড়ছে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা। সেটা নিয়েই উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন হিমন্ত।

কিন্তু প্রশ্ন হল, একটি নির্বাচিত সরকারের প্রধানের এভাবে নির্দিষ্ট ধর্মের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করা কতটা শোভনীয়। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই মুসলিম বিদ্বেষের অভিযোগ তুলে সরব হচ্ছেন। তবে হিমন্তর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের অভিযোগ একেবারেই নতুন নয়। এর আগে বহুবার ‘মুসলিম বিরোধী’ মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। বস্তুত বিজেপির হিন্দুত্বের ‘পোস্টার বয়’ হয়ে উঠেছেন তিনি।

পীর মোহেবিল্লাহ হুজুরের ইন্তেকাল

ঢাকা, ১৭ জুলাই: উপমহাদেশের অন্যতম ইসলামী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছারছীনা দরবার শরীফের পীর সাহেব ও বাংলাদেশ জমিয়াতে হিজবুল্লাহর আমির, হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মোহেবুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টা ১১ মিনিটে তিনি রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে-সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গিয়েছেন। গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর সমগ্র বাংলাদেশ এবং ভারত-সহ উপমহাদেশের বিস্তির্ণ অঞ্চল জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ফুরফুরা শরীফের পীর মোজাদ্দেদে যামান হযরত দাদা হুজুরের খলিফা ছিলেন পীর আল্লামা নেসার উদ্দিন আহমেদ ছারছীনাভী। তাঁর পৌত্র হলেন মরহুম পীর শাহ মুহিবুল্লাহ হুজুর। অন্যদিকে, ফুরফুরা শরীফের পীর আল্লামা আনসার সিদ্দিকী হুজুরের বড়ো জামাতা ছিলেন। দাদা হুজুরের অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন পীর সাহেব। সুপ্রশিদশ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক দরবারের পীর থাকাকালীন বহু সামাজিক কাজকর্ম করেছেন। তাঁর বক্তব্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য গর্জে উঠেছেন সদা সর্বদা।

মরহুমের জানাজার নামাজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় ছারছীনা দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন পরিবারের তরফে। মরহুম পীর সাহেব রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন ফুরফুরা শরীফের অসংখ্য পীরসাহেব। পীর শাইখ মিশকাত সিদ্দিকী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা মিজানুর রহমান আযহারী সকল সকল পীর ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ছাড়াও সমাজের গুনী ব্যক্তিরা। গভীর শোক জানিয়েছেন আলহাজ্ব হযরত মাওলানা নুরুল হক খান, পীর সাহেব (ছোট হুজুর) চৈতা দরবার শরীফ।

কেদারনাথ মন্দিরে সোনা চুরি বিতর্কে শঙ্করাচার্যের কাছে প্রমাণ চাইল কর্তৃপক্ষ

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই: চারধামের অন্যতম কেদারনাথ মন্দিরে ২২৮ কেজি সোনা চুরির বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন উত্তরাখণ্ডের শঙ্করাচার্য অবিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। তাঁর মন্তব্যে তুমুল বিতর্কের মাঝেই এবার এই ইস্যুতে মুখ খুললেন বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির সভাপতি অজেন্দ্র অজয়। শঙ্করাচার্যের অভিযোগ খণ্ডনের পাশাপাশি তাঁর সমালোচনায় সরব হলেন তিনি। চাইলেন প্রমাণ।

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শঙ্করাচার্য অবিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতীর ব্যাপক সমালোচনা করেন অজেন্দ্র অজয়। তিনি বলেন, ‘আমি স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দকে সম্মান করি। কিন্তু উনি নিজের মর্যাদা নষ্ট করে দিনভর সাংবাদিক বৈঠক করে চলেছেন। বিতর্কিত তৈরি করা, উত্তেজনা তৈরি করা ওনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যদি সোনা চুরি হয়ে থাকে তবে উনি তার প্রমাণ দিন।’ অজেন্দ্র বলেন, নিজেদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূরণ করতে এই সোনা চুরির গল্প ফেঁদেছিল কংগ্রেস। এখন স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ এই মন্তব্য করে আসলে কেদারনাথ মন্দিরের মর্যাদা নষ্ট করছেন।

এই বিতর্কের সূত্রপাত দিল্লির বুকে কেদারনাথ মন্দির নির্মাণকে ঘিরে। রাজধানীতে এই মন্দির তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এদিকে এই মন্দির নির্মাণের বিরোধিতায় সরব হন স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দজি। তিনি বলেন, ‘কেদারনাথ মন্দির দিল্লিতে তৈরি করা যায় না। ১২টি সংজ্ঞায়িত জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে। এগুলির অবস্থান ঠিক করা আছে। এটা ভুল হচ্ছে। কেদারনাথে ২২৮ কেজি সোনা নিয়ে চুরি হয়ে গিয়েছে। কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এখনও কোনও তদন্ত শুরু হয়নি। এর জন্য দায়ী কে? এখন বলছে দিল্লিতে কেদারনাথ তৈরি করবে। এটা হতে পারে না। সেখানে কেলেঙ্কারি করার পর দিল্লিতে কেদারনাথ মন্দির তৈরি করা হচ্ছে। এরপর, এখানে আরেকটি কেলেঙ্কারি হবে।’ শঙ্করাচার্যের এহেন মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক চরম আকার নয়।

উল্লেখ্য, কেদারনাথ মন্দিরে সোনা কেলেঙ্কারি নিয়ে বিতর্ক চরম আকার নিয়েছিল গত বছর। অভিযোগ ওঠে, মন্দিরের গর্ভগৃহে সোনার প্রলেপ দেওয়ার কাজ চলছিল, তবে সোনার বদলে সেখানে পিতলের প্রলেপ দেওয়া হয়। এই কাজে ১২৫ কোটি টাকার বড়সড় দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন কেদারনাথ মন্দিরের বরিষ্ঠ পুরোহিত। এর পরই শোরগোল পড়ে গোটা দেশে। যদিও মন্দির কমিটির তরফে সেই অভিযোগ পুরোপুরি খারিজ করা হয়। এবার সেই ইস্যুতে নতুন করে তৈরি হল বিতর্ক।

অগ্নিবীরদের জন্য পুলিশে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ হরিয়ানায়

চণ্ডীগড়, ১৭ জুলাই: ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্পে মাত্র ৪ বছরের জন্য সেনায় নিয়োগ করছে কেন্দ্র। বারবার প্রশ্ন উঠেছে, অবসরপ্রাপ্ত ‘অগ্নিবীর’রা বাকি জীবন কী করবেন? এই অবস্থায় লোকসভা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে জরুরি ঘোষণা করল হরিয়ানার বিজেপি সরকার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী নবাব সিং সাইনির সরকার অগ্নিবীরদের জন্য পুলিশে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করল। নির্বাচনের আগে অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষণ গেরুয়া শিবিরের বড় চাল, মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

২০২২ সালে ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্প আনে মোদি সরকার। এই প্রকল্পের অধীন সেনাকর্মীদের বলা হয় ‘অগ্নিবীর’। ১৭ বছর ৫ মাস থেকে ২১ বছর বয়সি যুবারা অগ্নিপথ প্রকল্পে আবেদন করতে পারেন। চার বছর পর ‘অগ্নিবীর’দের ২৫ শতাংশকে আরও ১৫ বছরের জন্য সেনায় নিয়োগ করা হবে। বাকিদের আর্থিক সেনার তরফে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে ছুটি দেওয়া হবে। এর বিরোধিতা করে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। দেশজুড়ে অগ্নিপথ প্রকল্প বিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলনও হয়। অন্যতম কারণ স্বল্পকালীন নিয়োগ। অবসরের পর ‘অগ্নিবীর’ এবং তাঁর পরিবার কীভাবে জীবন যাপন করবে, সেনার অবসরকালীন আর্থিক প্যাকেজ কি যথেষ্ট, প্রশ্ন ওঠে।

এই পরিস্থিতিতে বড় সিদ্ধান্ত নিল হরিয়ানার বিজেপি সরকার। লোকসভা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিধানসভা দখলের পথে বড় চাল দিল। পুলিশ ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হল অগ্নিবীরদের জন্যে। বুধবার এই বিষয়ে ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী নবাব সিং সাইনি মন্তব্য করেন, কংগ্রেস অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে মিথ্যাচার করছে।

ইনস্টাগ্রামেই ‘তিন তালাক’ দিলেন দুবাইয়ের রাজকুমারী

আবু ধাবি, ১৭ জুলাই: বিয়ের বছর ঘুরতেই বিচ্ছেদ ঘোষণা করলেন দুবাইয়ের রাজকুমারী। নিজের ইনস্টাগ্রামে স্বামীকে সটান তিন তালাক দিলেন তিনি। সাফ জানিয়ে দিলেন, মেয়ের জন্মের পরেও স্বামী যেহেতু অন্যদের সঙ্গে বেশি ব্যস্ত, তাই এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। রাজকুমারীর এই সিদ্ধান্ত জানতে পেরে নেটদুনিয়ায় তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দুবাইয়ের আমজনতা। তবে তার মধ্যেও একাংশের প্রশ্ন, মহিলা হয়ে কি তিনি বিবাহবিচ্ছেদ চাইতে পারেন?

শাইখা মাহরা বিন্ত মহম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম হলেন দুবাইয়ের শাসক তথা সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রধানমন্ত্রীর কন্যা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন শাইখা। গত বছর তাঁর বিয়ে হয় শেখ মানা বিন মহম্মদ বিন রশিদ বিন মানা আল মাকতুমের সঙ্গে। মাস দুয়েক আগে তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে দম্পতির ছবি ভাইরাল হয় সোশাল মিডিয়ায়। কিন্তু তার পর

থেকেই দুজনের সম্পর্কে ফাটল ধরে।

দিনকয়েক আগেই ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে আনফলো করে দেন দুজনে। জীবনসঙ্গীর ছবিও ডিলিট করে দেন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে। এমনকি শোনা যায়, একে অপরকে নাকি ব্লকও করে দিয়েছেন তাঁরা। তার পর থেকেই জল্পনা ছড়ায়, বিবাহবিচ্ছেদ হতে চলেছে রাজকুমারীর। এবার নিজেই যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইনস্টাগ্রামেই স্বামীকে তিন তালাক দিলেন শাইখা।

ইনস্টাগ্রামে তিনি লেখেন, ‘প্রিয় স্বামী, যেহেতু তুমি অন্য সঙ্গীদের নিয়েই বেশি ব্যস্ত, তাই আমি বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণা করছি। ডিভোর্স দিলাম, ডিভোর্স দিলাম, ডিভোর্স দিলাম। ভালো থেকো, ইতি তোমার প্রাক্তন স্ত্রী।’ রাজকুমারীর এই সাহসী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন নেটিজেনদের অধিকাংশ।

শিক্ষানবিশ আমলা পূজার বাড়ির একাংশ ভাঙল বুলডোজার

পুনে, ১৭ জুলাই: বিতর্কিত শিক্ষানবিশ আমলা পূজা খেড়করের বাড়ির একাংশে বুলডোজার চালাল প্রশাসন। পুনে শহরের বানের অঞ্চলে পূজার বসতবাড়িটি একটি বড় বাংলো। সেই বাংলোরই একটি অংশ ‘বেআইনি’ ভাবে ফুটপাথ দখল করে তৈরি হয়েছিল বলে অভিযোগ। বুধবার সেই ‘বেআইনি’ অংশটিই বুলডোজার চালিয়ে ভাঙে পুনে পুরসভা।

মহারাষ্ট্রের এই শিক্ষানবিশ আমলার বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ফয়দা তোলা, আমলা হওয়ার পরীক্ষায় জাল শংসাপত্র দাখিল এবং ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ওই অভিযোগে ইতিমধ্যেই পূজার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শিক্ষানবিশ আমলার কাজ স্থগিত রেখে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে আমলা প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানে। এ বার তাঁর বাড়িতে চালানো হল বুলডোজারও।

মহারাষ্ট্র প্রশাসনের এই পদক্ষেপে অনেকেই উত্তরপ্রদেশ সরকারের ‘বুলডোজার সংস্কৃতির’ ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্তদের বাড়ির বেআইনি অংশে বুলডোজার চালানোর উদাহরণ রয়েছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সরকারের। এ বার মহারাষ্ট্রেও তার প্রতিফলন দেখা গেল। পুনে পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, পূজার বাংলোটির বাইরের কিছু অংশ বাড়িয়ে বাড়িটির সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে ফুটপাথের কিছুটা অংশ ‘দখল’ হয়ে পড়ে যায়। বুলডোজার চালিয়ে সেই অংশটিকেই ভাঙা হয়েছে। তাতে বাড়ির মূল অংশের কোনও ক্ষতি হয়নি।

৬০০ শূন্যপদের জন্য ২৫ হাজার চাকরিপ্রার্থীর ভিড় মুম্বই বিমানবন্দরে

মুম্বই, ১৭ জুলাই: শূন্যপদ ৬০০। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার জন্য হাজির হয়েছিলেন ২৫০০০ চাকরিপ্রার্থী। ভিড় এবং হুড়োহুড়িতে পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় মুম্বই বিমানবন্দরে। সেখানেই এয়ার ইন্ডিয়ার ‘হ্যান্ডিম্যান’ পদে নিয়োগ চলছিল মঙ্গলবার। বিমানবন্দর থেকে বিমানে যাত্রীদের ব্যাগপত্র পৌঁছে দেওয়াই কাজ ‘হ্যান্ডিম্যান’দের। তাই কয়েকশো পদের জন্য কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী হাজির হয়েছিলেন। কে কার আগে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কাউন্টারে যাবেন, তা নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আর তাতেই পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ভিড় সামাল দিতে হিমশিম অবস্থা হয় এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মীদের।

কোনও বিমান সংস্থায় ‘হ্যান্ডিম্যান’দের কাজ হল মূলত যাত্রীদের মালপত্র বিমান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া ও নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা। শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি খুবই সাধারণ, তবে শারীরিক ভাবে দুর্বল হলে চলবে না। এই চাকরি পাওয়ার আশায় কেউ ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন ৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে। কেউ বা আবার রাজস্থানের অলওয়ার থেকে পৌঁছে গিয়েছেন মায়ানগরী মুম্বইয়ে। চাকরি পাওয়ার জন্য ডিগ্রিধারীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এঁদের মধ্যে কেউ বিবিএ করছেন, কেউ স্নাতক, এমনকি স্নাতকোত্তর স্তরের আবেদনকারীরাও ছিলেন ওই ভিড়ের মধ্যে। অভিযোগ, আবেদনকারীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে অপেক্ষা করতে হয়। শুধু তাই-ই নয়, খাবার, পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না বলেও অভিযোগ।

মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলা থেকে চাকরির পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন প্রথমেশ্বর। বিবিএ করেছেন তিনি। চাকরি পেয়ে গেলে কি তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দেবেন? প্রশ্ন শুনেই প্রথমেশ্বরের উত্তর, ‘কী করব বলুন তো! এত বেকারত্ব চার দিকে। সরকারকে বলব, আরও কর্মসংস্থান তৈরি করুন।’ অন্য এক চাকরিপ্রার্থী এসেছিলেন রাজস্থান থেকে। স্নাতকোত্তর শেষ হয়েছে। এখন সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এক পরিচিতের থেকে শুনেছেন, এয়ার ইন্ডিয়া চাকরি দিচ্ছে, বেতনও মোটামুটি ঠিকঠাক। সেই শুনেই তিনি চলে আসেন মুম্বইয়ে।

বাইডেনের মন্তব্যে জল্পনা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হতে পারেন কমলা হ্যারিস

ওয়াশিংটন, ১৭ জুলাই: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন কমলা হ্যারি। একটি সম্মেলনে গিয়ে এমনই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন জো বাইডেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে অন্যতম সেরা পছন্দ হতে পারেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা। উল্লেখ্য, চলতি বছরের শেষেই আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। বাইডেনের এই মন্তব্যের পরে জল্পনা ছড়িয়েছে, তাহলে কি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন তিনি!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসাবে কার্যত নিশ্চিত বাইডেন। কিন্তু ৮১ বছর বয়সি নেতা কি আগামী চার বছর ধরে আমেরিকাকে পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য শারীরিকভাবে সক্ষম? মার্কিন মুলুকে উঠেছে সেই প্রশ্ন। বিশেষত প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে’ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে রীতিমতো বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল ডেমোক্র্যাট নেতাকে। যার পর থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, এমন শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় কেউ কি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারেন?

এহেন পরিস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে বাইডেন বলেন, ‘কমলা হ্যারিস কেবল ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবেই অনবদ্য নন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টও হতে পারেন। যদি আমি অবসর নিই, তাহলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের সেরা দাবিদার কমলা।’ এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয় তুমুল জল্পনা। তাহলে কি চাপের মুখে হোয়াইট হাউসের লড়াই থেকে সরে দাঁড়াবেন বাইডেন? রাজনীতির ব্যাটন তুলে দেবেন কমলার হাতে?

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 39, KOLKATA, THURSDAY
18 JULY 2024, PAGE 8

কলকাতা ১৮ জুলাই ২০২৪

পান্ডিয়া নন, ভারতের নতুন অধিনায়ক হতে যাচ্ছেন সূর্যকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হতে যাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব। ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর অনুযায়ী, এখনকার সহ-অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াকে টপকে শ্রীলঙ্কা সফরে এ সংস্করণের অধিনায়কত্ব পেতে যাচ্ছেন সূর্যকুমার।

ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতানোর পর এ সংস্করণ থেকে অবসরের ঘোষণা দেন তখনকার অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ফাইনালের পর অবসর নেন বিরাট কোহলি ও রবীন্দ্র জাদেজাও। বিশ্বকাপের পরপরই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের সিরিজে কার্যত ভারতের দ্বিতীয় সারির দল খেলেছে, যেটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন শুবমান গিল।

রোহিতের পর টি-টোয়েন্টিতে পান্ডিয়াই অধিনায়ক হবেন, এমন ইঙ্গিত অবশ্য ছিল। এরই মধ্যে ভারতকে ৩টি ওয়ানডের পাশাপাশি ১৬টি টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন পান্ডিয়া। এ ছাড়া আইপিএলে গুজরাট টাইটানস ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকেও নেতৃত্ব দিয়েছেন এ অলরাউন্ডার। সর্বশেষ মৌসুমে রোহিতকে সরিয়ে মুম্বাই অধিনায়ক বানিয়েছিল তাঁকে।

তবে ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ এবং ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে পান্ডিয়া অধিনায়কত্ব পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো। সর্বশেষ অক্টোবর-নভেম্বরে হয়ে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে অ্যাঙ্কেলে চোট পাওয়া পান্ডিয়া মাঠের বাইরে থাকেন বেশ কিছু দিন। আইপিএল দিয়ে দলে ফেরেন তিনি। এমনিতে ২০২২ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভারতের ৭৯টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪৬টিতে খেলেন পান্ডিয়া।

সূর্যকুমার আইপিএলে সর্বশেষ মৌসুমেও পান্ডিয়ার অধীনেই মুম্বাইয়ে খেলেছেন। অবশ্য আইপিএলের বাইরে ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বাইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। গত নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ ম্যাচের সিরিজেও ভারতের অধিনায়ক ছিলেন এ ব্যাটসম্যান, এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের প্রথম পছন্দের একাদশেও তিনি আছেন। এ মাসের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কা সফরে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত। বিশ্বকাপের পর সরে যাওয়া রাহুল দ্রাবিড়ের জায়গায় নতুন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের অধীনে এটিই হবে ভারতের প্রথম সফর। এ সফরের দল নির্বাচনে বৈঠকে বসার কথা নির্বাচকদের।

র‍্যাঙ্কিংয়ে সুখবর জয়সোয়াল, গিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে এখনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ তেমন একটা শুরু হয়নি। সম্প্রতি শেষ হয়েছে ভারত-জিম্বাবুয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এই দুই সিরিজের প্রভাবই আছে আইসিসির হালনাগাদ র‍্যাঙ্কিংয়ে।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে জেতে ভারত। সেই সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করে আইসিসি টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দারুণ উন্নতি করেছেন যশস্বী জয়সোয়াল ও শুবমান গিল।

বাঁহাতি জয়সোয়াল এগিয়েছেন ৪ ধাপ, আছেন ৬ নম্বরে। অন্যদিকে গিল এগিয়েছেন ৩৬ ধাপ, তাঁর বর্তমান অবস্থান ৩৭ নম্বরে। বল হাতে জিম্বাবুয়ের পেসার ব্লেসিং মুজারাবানি ১১ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৪৪ ধাপ।

জয়সোয়াল জিম্বাবুয়ে সিরিজে খেলেছেন মাত্র ৩টি ম্যাচ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকা এই ক্রিকেটার প্রথম দুই ম্যাচে ছিলেন না। সিরিজেই তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ফিরে খেলেন ৩৬ রানের ইনিংস। চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে খেলেন অপরাজিত ৯৩ রানের ইনিংস।

বাঁহাতি এ ওপেনার সিরিজের শেষ ম্যাচে ১২ রানে আউট হলেও র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪ ধাপ এগিয়েছেন। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে এটাই সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং। জিম্বাবুয়ে সিরিজে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন গিল। ৫ ম্যাচে ১৭০ রান করায় গিলের ৩৬ ধাপ উন্নতি হয়েছে। র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে এখনো আছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ট্রাভিস হেড।

সিরিজ হারলেও মুজারাবানি পুরো সিরিজে দারুণ বোলিং করেছেন। ৫ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ৬টি, ইকনোমি রেটও ছিল দারুণ;৬.০০। সে কারণেই এই পেসারের ১১ ধাপ উন্নতি। সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেট (৮) নেওয়া মুকেশ কুমার ২১ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৭৩ নম্বরে। স্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর ৩৬ ধাপ এগিয়েছেন, তাঁর বর্তমান অবস্থান ৪৬ নম্বরে। এই স্পিনারও ৫ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ৮টি। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আছেন ইংল্যান্ড স্পিনার আদিল রশিদ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১১৪ রানে জিতেছে ইংল্যান্ড। সেই টেস্টের প্রভাব আছে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে। ৩ ধাপ এগিয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় ৭ নম্বরে এখন হ্যারি ব্রুক। অভিষেক টেস্টে ১২ উইকেট নেওয়া গাস অ্যাটকিনসন এক লাফে উঠে এসেছেন ৫২ নম্বরে।

চোটের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা আমেরিকার ফাইনালে ডান পায়ের অ্যাঙ্কেলে চোট পান লিওনেল মেসি। গতকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামি জানিয়েছে, চোটে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।

মায়ামির বিবৃতিতে বলা হয়, 'মেডিকেল পরীক্ষার পর এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে, লিওনেল মেসি ডান অ্যাঙ্কেলে লিগামেন্টে চোট পেয়েছেন। অধিনায়ককে কবে পাওয়া যাবে, সেটি নির্ভর করছে তাঁর পর্যায়ক্রমিক সেরে ওঠা এবং সেগুলোর মূল্যায়নের ওপর।'

মেসির মেডিকেল চেকআপের আগে গতকাল মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো জানিয়েছিলেন, মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মায়ামির অন্তত পরবর্তী দুটি ম্যাচে পাওয়া যাবে না তাঁকে। ২৭ জুলাই লিগস কাপের শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামার আগে এমএলএসে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোরে টরন্টো এফসি এবং রোববার ভোরে শিকাগো ফায়ারের মুখোমুখি হবে মায়ামি।

মার্তিনো এর আগে সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, 'সে অ্যাঙ্কেল মচকে ফেলেছে এবং চোট ঠিক হয়নি। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তার ফল পেতে অপেক্ষা করতে হবে। পরিস্থিতির মাত্রা বুঝতে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হবে। আমাদের কাইনসিওলজিস্ট (ফিজিও) ওয়াল্টার ইনসউরালদে জাতীয় দলেরও কাইনসিওলজিস্ট। পরীক্ষার ফল পাওয়ার আগে কোনো সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে সে খুব সাবধানী।'

গত রোববার কোপা আমেরিকার ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচে পায়ে চোট পেয়ে ৬৪ মিনিটে মাঠ ছাড়েন মেসি। ডাগআউটে বেঞ্চে বসে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। পরে ক্যামেরা ধরলে দেখা যায়, মেসির ডান অ্যাঙ্কেল বেশ ফুলে গেছে।

গত সোমবার ইনস্টাগ্রামে করা পোস্টে শারীরিকভাবে ভালো বোধ করার কথা জানিয়েছিলেন মেসি। দ্রুতই মাঠে ফেরার আশা প্রকাশ করেছিলেন।

২৩ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৫ ড্রয়ে মোট ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসে ইস্টার্ন কনফারেন্স টেবিলে দ্বিতীয় মায়ামি। তাদের সঙ্গে ১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে সিনসিনাটি।

অলিম্পিক্সে ভারতের ১১৭ জনের চূড়ান্ত দল ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের ১১৭ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন। বুধবার ক্রীড়া মন্ত্রক চূড়ান্ত তালিকায় অনুমোদন দিয়েছে। পাশাপাশি ১৪০ জন সাপোর্ট স্টাফ এবং কর্তারও প্যারিসে যাবেন। তাঁদের মধ্যে ৭২ জনের খরচ দেবে কেন্দ্র সরকার। এই তালিকায় নাম নেই বাঙালি শটপাটার আভা খাটুয়ার। তালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ায় আভার অলিম্পিক্সে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

বিশ্ব কোটা থেকে অলিম্পিক্সে সুযোগ পেয়েছিলেন আভা। তবে কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কিছু দিন আগে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থার তরফে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানেও আভার নাম ছিল না। চোট, ডোপিং না কি অন্য সমস্যা; ঠিক কী কারণে আভার নাম নেই তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

আভা না থাকলেও, ২৯ জন ক্রীড়াবিদ নিয়ে অ্যাথলেটিক্সেই সবচেয়ে বড় দল রয়েছে। এঁদের মধ্যে

১১ জন মহিলা এবং ১৮ জন পুরুষ ক্রীড়াবিদ রয়েছেন। এর পরে রয়েছে শুটিং (২১) এবং হকি (১৯)। টেবিল টেনিসে আট জন এবং ব্যাডমিন্টনে সাত জন রয়েছেন। কুস্তি, তিরন্দাজি এবং বক্সিংয়ে ছ'জন করে রয়েছেন। গল্‌ফে চার জন, টেনিসে তিন জন, সাঁতারে দু'জন, সেলিংয়ে দু'জন, অসিচালনা, জুডো, রোয়িং এবং ভারোত্তোলনে এক জন করে রয়েছেন। টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ভারতের প্রতিনিধি আরও দু'জন ছিলেন। সেই অলিম্পিক্সে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সাতটি পদক জিতেছিল ভারত। ভারতের অলিম্পিক্স সংস্থা জানিয়েছে, গেমস ভিলেজে ৬৭ জন সাপোর্ট স্টাফ থাকবেন। এ ছাড়া গেমস ভিলেজের বাইরে কাছাকাছি হোটেলে আরও ৭২ জন থাকবেন সরকারি খরচে।

১৪০ জন সাপোর্ট স্টাফ! তার পরেও সমালোচনা, ক্ষুব্ধ ভারতের অলিম্পিক্স সংস্থার প্রধান পিটি ঊষা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্ষুব্ধ পিটি ঊষা। সমালোচনা সহ্য করতে পারছেন না তিনি। ভারতের অলিম্পিক্স দলে রয়েছেন ১১৭ জন ক্রীড়াবিদ ও ১৪০ জন সাপোর্ট স্টাফ। ক্রীড়াবিদদের থেকে বেশি সাপোর্ট স্টাফ রেখেও সমালোচনার মুখে ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থা। সেটাই মানতে পারছেন না ঊষা।

একটি বিবৃতিতে ঊষা বলেন, ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থা ক্রীড়াবিদদের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাতে অলিম্পিক্সে ভারত ভাল ফল করে তার জন্য কোনও ফাঁক রাখা হয়নি। আগে ক্রীড়াবিদ ও সাপোর্ট স্টাফের অনুপাত থাকত ৩১। আমরা সেটা বদলে দিয়েছি। ক্রীড়াবিদদের থেকে বেশি সাপোর্ট স্টাফ যাচ্ছে।

ঊষা জানিয়েছেন, ক্রীড়াবিদদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সাপোর্ট স্টাফ হিসাবে কাদের কাদের তাঁদের দরকার। ক্রীড়াবিদদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাপোর্ট স্টাফ দেওয়া হয়েছে। ১৪০ জনের মধ্যে ৬৮ জন কোচ। মনোবিদ থেকে শুরু করে স্পোর্টস সায়েন্স দলও পাঠানো হচ্ছে। তার পরেও কেন সমালোচনা হচ্ছে বুঝতে পারছেন না ঊষা।

ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার সভাপতি বলেন, তক্রীড়া মন্ত্রক, জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা, ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থা ও কিছু বাণিজ্যিক সংস্থা মিলে এই অভূতপূর্ব কাজ করা হয়েছে। তার পরেও অনেকে অন্ধ হয়ে থাকছে। অলিম্পিক্স সংস্থার সমালোচনা করছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।

বক্সার অমিত পাঙ্ঘাল যদিও এখনও সমস্যায় রয়েছেন। তাঁর কোচ ভগত সিংহ, ফিজিয়ো হীরা ও অনুশীলনের সহযোগী বিকাশ এখনও প্যারিসে যাওয়ার ভিসা পাননি। এই সমস্যার দায় অবশ্য অ্যাড হক কমিটির উপর চাপিয়েছেন ঊষা। তিনি বলেন, তঅ্যাড হক কমিটি যে তালিকা তৈরি করেছিল সেখানে পাঙ্ঘালের তিন জন সাপোর্ট স্টাফের নাম ছিল না। তাই তাঁদের ভিসা পেতে সমস্যা হচ্ছে। পাঙ্ঘালের বাবা কয়েক দিন আগে আমার কাছে অভিযোগ করার পর আমি বিষয়টি জানতে পেরেছি। আমি ক্রীড়া মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করছি তাড়াতাড়ি ওই তিন জন ভিসা পেয়ে যাবেন।

ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে খেলতে সমস্যা হবে না, বললেন এমবাপ্পে

নিজস্ব প্রতিনিধি: রিয়াল মাদ্রিদের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। আক্রমণভাগে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, জুড বেলিংহাম, রদ্রিগোদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পেও। গতকাল এমবাপ্পেকে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গ্যালারিভর্তি সমর্থকদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে রিয়াল। এমবাপ্পে এ আনুষ্ঠানিকতা শেষে রিয়ালের খেলোয়াড় হিসেবে নিজের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, মাদ্রিদের ক্লাবটির স্কোয়াড থেকেও একজন তাঁকে এই ক্লাবে যোগদানের অনুরোধ জানিয়ে খুদে বার্তা পাঠিয়েছেন।

কে? ভিনিসিয়ুস জুনিয়র! গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ব্রাজিলিয়ান এই উইঙ্গারকে নিয়ে এমবাপ্পে বলেছেন, 'ভিনি আমাকে অনেক খুদে বার্তা পাঠিয়ে বলেছে, তচলে আসো, আমরা আক্রমণভাগে একসঙ্গে খেলব। তবে রিয়াল মাদ্রিদ যে বিশ্বের সেরা ক্লাব, সেটি আমার খেলোয়াড়দের বলে দিতে হবে না। যদিও খেলোয়াড়েরা আমাকে চায়, এটা জেনে ভালো লেগেছে।'

এমবাপ্পে রিয়ালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ার আগে গুঞ্জন উঠেছিল, দলটির আক্রমণভাগে তাহলে ফরাসি তারকাকে কোন পজিশনে খেলানো হবে? সাধারণত রিয়ালের বাঁ উইংয়ে খেলেন ভিনিসিয়ুস এবং এই পজিশনে তিনি কয়েক মৌসুম ধরেই দুর্দান্ত। ডান উইংয়ে রদ্রিগোকে রেখে তাদের পেছনে বেলিংহামকে খেলান রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তবে এমবাপ্পেও পিএসজির হয়ে গত মৌসুমে ভিনিসিয়ুসের পজিশনেই খেলেছেন। সে কারণেই প্রশ্নটি এখনো উঠছে।

৪৫ মিনিটের সংবাদ সম্মেলনে এমবাপ্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল রিয়ালে কোন পজিশনে খেলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন? ফরাসি তারকা বলেছেন, 'কোচ যেখানে খেলাতে চান আমি সেখানেই খেলব। প্যারিসে আমি আক্রমণভাগে তিনটি পজিশনে খেলেছি, সেটা মোনাকো ও ফ্রান্সের হয়েও। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো শারীরিকভাবে ফিট থাকা। পজিশনটা কোনো বিতর্কের বিষয় নয়, এটা একটি অংশ। আমি খেলতে চাই, কিন্তু কোথায় খেলব সেটি কোচের সিদ্ধান্ত।'

ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে খেলতে সমস্যা হবে না জানিয়ে এমবাপ্পে বলেছেন, 'ভিনিসিয়ুস অনন্য খেলোয়াড়। সে, রদ্রিগো এবং বাকিদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি। গ্রেট খেলোয়াড়দের একসঙ্গে খেলতে হবে। ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে খেলতে কোনো সমস্যা হবে না।

ক্ষমা চেয়েও পার পাচ্ছেন না এনজো ফার্নান্দেজ, হতে পারে বড় শাস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা আমেরিকায় আবারও আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর একটু বেশিই উন্মাদনা পেয়ে বসেছিল এনজো ফার্নান্দেজকে। তবে সে উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন ন্যক্কারজনকভাবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা লাইভ ভিডিওতে তিনি একটি গান গেয়ে ওঠেন, যাতে ফ্রান্স দলকে নিয়ে অত্যন্ত অপমানজনক ও বর্ণবাদী ভাষা ছিল।

গানটি দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ার পর সমালোচনার ঝড় উঠলে বিপদ আঁচ করতে পারেন ফার্নান্দেজ। পরক্ষণেই ক্ষমা চেয়ে নেন। তবে চেলসির এই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার ক্ষমা চেয়েও পার পাচ্ছেন না। তাঁর বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে (এএফএ) ও ফিফাকে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি আইনি ব্যবস্থাও নিতে যাচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ)। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা ও ফার্নান্দেজের ক্লাব চেলসি এরই মধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এক বিবৃতিতে এফএফএফ জানিয়েছে, 'আর্জেন্টিনা দলের এক খেলোয়াড় ও সমর্থকদের গাওয়া গানটির মাধ্যমে ফ্রান্স দলের খেলোয়াড়দের উদ্দেশে অগ্রহণযোগ্য, বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক মন্তব্য করা হয়েছে।

এ ধরনের জঘন্য মন্তব্য খেলাধুলা ও মানবাধিকারের মূল্যবোধের পরিপন্থী। ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফিলিপে দিয়ালো এ ধরনের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি এটিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন এবং (ফার্নান্দেজের বিরুদ্ধে) আইনি অভিযোগ করতে সরাসরি আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

এফএফএফ সভাপতি দিয়ালো ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার কার্যনির্বাহী কমিটির একজন সদস্যও।

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, 'ফুটবল ও এর ২১১টি জাতীয় ফেডারেশনের অবশ্যই বর্ণবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। এ ধরনের ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি টাস্কফোর্স আবারও চালু করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

ফিফার এক মুখপাত্র বলেছেন, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত একটি ভিডিও সম্পর্কে আমরা সচেতন এবং ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খেলোয়াড়, ভক্ত, কর্মকর্তাসহ যিনিই জড়িত থাকুন না কেন, ফিফা সব ধরনের বৈষম্যের তীব্র নিন্দা জানায়।'

এদিকে ফার্নান্দেজের ক্লাব চেলসিও এনজোর বিতর্কিত গান গাওয়া নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। লন্ডনের ক্লাবটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'চেলসি ফুটবল ক্লাব সব ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য মনে করে। একটি বৈচিত্র্যময় ক্লাব হতে

পেরে আমরা গর্বিত। এখানে সব সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মানুষকে স্বাগত জানানো হয়। আমরা আমাদের খেলোয়াড়ের সর্বজনীন ক্ষমার ব্যাপারে অবগত এবং এটিকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ হিসেবে দেখছি। ক্লাবের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলামূলক পদ্ধতি মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

চেলসির বর্তমান স্কোয়াডে ৭ জন ফরাসি ফুটবলার আছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি এক্সপ্রেস জানিয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩ সতীর্থ আলেক্স দিসাসি, মালো গুস্তো ও ওয়েসলি ফোফানা এনজো ফার্নান্দেজকে ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো' করে দিয়েছেন। ফোফানা তাঁর এক্স হ্যান্ডলে ফার্নান্দেজের বির্তকিত গানটির ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, 'এটা ২০২৪ সালের ফুটবল, যেখানে অবাধে বর্ণবাদ চলছে।'

আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স আলাদা মহাদেশের দল হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকে। লুসাইলের সেই ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। এরপরই আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা ফ্রান্স দলকে নিয়ে অপমানজনক ও বর্ণবাদী ভাষা ব্যবহার করে গানটি বানিয়েছিলেন।

সেই গানে ফ্রান্সের তারকা স্ট্রাইকার ও বর্তমান অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পেকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়। আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ এমবাপ্পের জন্মদিনে তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপও করেন।

সে সময়ও ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশন। ফ্রান্সের ক্রীড়ামন্ত্রীও মার্তিনেজের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এবার আর্জেন্টিনা কোপা জয়ের পর এনজো ফার্নান্দেজ সেই গান গেয়ে পুরোনো বিতর্ককে নতুন করে উসকে দিয়েছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**